প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৯ ❖ ২ - ৮ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

তাতেই সমস্তের শুরু, তাতেই সমস্তের পরিণতি

মৃত্যু ভাবনা

ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থান

আমার দেখা তিনটি মৃত্যু

পরলোকগত ভক্তবৃন্দের
স্মরণ দিবস

২ নভেম্বর

তোমার চলে যাবার ছয়টি বছর

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার প্রিয় পুত্রগণ, কন্যা, স্ত্রী, নাতি-নাতনী, পরিবার-পরিজনসহ অসংখ্য প্রিয়জনদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছো। তোমাকে ছাড়া আমাদের গৃহ শূন্য তোমার স্পর্শ আজও পরিবারে জড়িয়ে আছে।

পরম করুণাময় প্রভুর কাছে আমাদের একটি চাওয়া তিনি যেন তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে রাখেন। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমার শোকার্ত পরিবার

স্ত্রী : প্রণতি রোজারিও
বড় ছেলে ও পুত্র বধূ : সরোজ ও জুলি রোজারিও
ছোট ছেলে ও পুত্র বধূ : সুমন ও সীমা রোজারিও
ছোট মেয়ে ও স্বামী : সুমি রোজারিও এবং রোনাল্ড রিবেরু
নাতি: আরিয়ান ও ইথান
নাতনী: অনন্যা

মহাখালী খ্রিস্টান পাড়া
গ্রামের বাড়ি : দড়িপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

Robin Rozario
Born: 4th May 1947
Died: 23rd March 2019

প্রয়াত রবীন রোজারিও
জন্ম : ৪ মে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/২৩৯/২৫

মমতাময়ী মায়ের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।'

প্রয়াত যোসফিন কোড়াইয়া
জন্ম : ৮ মে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (বৃহস্পতিবার)
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

আমাদের স্নেহময়ী মা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেল, তা-ও আজ আটটি বছর পূর্ণ হয়ে গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি মা, তবুও তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়ে যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার কষ্টগাঁথা কর্মময় জীবনের দ্বারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন রত্নগর্ভা মা হয়ে, আমাদের মানুষ করে মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমার ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তোমায়। তোমার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তুমি আছো আনন্দলোকে পরম পিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা, তোমার জীবনাদর্শে আমরা যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমার নাতি-নাতনীদের সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

ফাদার প্রশান্ত থিওটনিয়াস, সুশান্ত টমাস-বিউটি, ডেনিস আলবার্ট-হীরা, ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিয়াস, জুয়েল প্রনয়-লিজা ও ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু

সিস্টার হেলেন এসএসএমআই, আন্না সুমতি-ইগ্নেসিয়াস, সিস্টার স্মৃতি তেরেজা সিআইসি ও সিস্টার বাসনা রিবেরু সিএসসি

নাতি-নাতনী, পুতি এবং আত্মীয়স্বজনেরা।

বিজ্ঞ/২৪৮/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ৩৯
০২ নভেম্বর - ০৮ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৭ কার্তিক - ২৩ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মৃত্যুর পরেও জীবনের আশা

প্রতিদিনই বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। কেউ বলতে পারেনা কেন এমন হয়? তবে সকলের জন্যই মৃত্যু অবধারিত। জন্ম-মৃত্যু দুটি বাস্তবতা। জন্মের পর মর্তের এবং মৃত্যুর পর পরকালের বাসিন্দা হই। এই দুইয়ের মধ্যের কালটুকু হলো আমাদের আয়ুষ্কাল। তবে প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হয়। আমাদের অনেক প্রিয়জন ও আপনজনদের মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। সুতরাং কোন এক সময় আমাদের মৃত্যু হবে এ সুনিশ্চিত ঘটনাটিকে আমরা মনে করতে চাইনা খুব একটা। কিন্তু তা যদি মনে করে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন করতাম তাহলে আমাদের জীবনটা আরো বেশি শান্তিপূর্ণ করতে পারতাম। মৃত্যু ভাবনায় নিশ্চয় ভীত থাকবো না কিন্তু মৃত্যু চিন্তা আমাদেরকে নত হতে শিখাবে। পরলোকগতরা আমাদের প্রিয়জন বলেই আমরা বিভিন্ন উপলক্ষে তাদেরকে স্মরণ করি, তাদের আদর্শকে লালন-পালনও করি। মাতামণ্ডলী মৃত প্রিয়জনদেরকে স্মরণ করার জন্য নভেম্বর মাসকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। নভেম্বর মাসের শুরুতেই অর্থাৎ ২ নভেম্বর, পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস। প্রতি বছর এই দিনটি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের হৃদয়ে এক বিশেষ আহ্বান নিয়ে আসে–মৃত্যুকে স্মরণ করার, প্রিয়জনদের জন্য প্রার্থনা করার, এবং সেই অনন্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার আহ্বান।

খ্রিস্টানরা যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে। তাই যিশুতে বিশ্বাস রেখে যারা মৃত্যুবরণ করেছে ও করবে তারাও একদিন পুনরুত্থিত হবে। মৃতেরা একদিন জীবিত হয়ে উঠবেন সত্য তবে তাদেরকে শেষ বিচারের দিনে সম্মুখীন হতে হবে। যারা ভালো কাজ করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে, তারা যাবে অনন্ত সুখের স্বর্গরাজ্যে। আর যারা মন্দ কাজ করবে তারা শাস্তি লাভ করে যাবে অনন্ত দণ্ডলোকে। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, জীবনের রূপান্তর মাত্র। ঈশ্বর চান আমাদের এই মহামূল্যবান জীবনে নিজের জন্য যেমন, তেমনি অন্যদের কল্যাণেও কাজ করি। অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, দীনহীন মানুষের মধ্যেই যেন ঈশ্বরকে খুঁজি।

নিজ নিজ জীবনের দিকে তাকিয়ে মূল্যায়ন করার উত্তম একটি সময় নভেম্বর মাস। অনন্ত জীবনপথে যেতে বাধা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে জীবন থেকে বাদ দিতে জোর চেষ্টা করতে হবে। কেননা কার কখন মৃত্যুর ডাক আসবে কেউ জানি না। তাই সচেতন হতে হবে। মৃত্যু যখনই আসুক না কেন, আমরা যেন তার জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত থাকি।

আমরা জানি, মৃত্যু জীবনের চূড়ান্ত শেষ নয়; বরং এটি এক যাত্রা। এই পার্থিব জীবনের সীমা পেরিয়ে ঈশ্বরের চিরন্তন আলোর দিকে গমন। তাই মৃত্যুতে আমরা শুধু দুঃখে নিমগ্ন থাকি না, বরং আশা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে স্মরণ করি সেই প্রতিশ্রুতি: " যে আমাকে বিশ্বাস করে, তার মৃত্যু হলেও সে জীবিত থাকবে" (যোহন ১১:২৫)। যিশুর এই বাণী আমাদের নিশ্চিত করে, মৃত্যুর পরে জীবন আছে–খ্রিস্টে অনন্ত জীবন।

পরলোকগতদের স্মরণ আমাদের বর্তমান জীবনের প্রতিও একটি আহ্বান দেয়। আমরা প্রার্থনা করি যেন তাঁদের আত্মা ঈশ্বরের শান্তিতে বিশ্রাম লাভ করে, কিন্তু একই সঙ্গে নিজেদেরও জিজ্ঞাসা করি–আমি কি আমার জীবিত প্রিয়জনদের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মান প্রদর্শন করছি? আমরা প্রিয় মানুষদের মৃত্যু হলে তাঁদের মূল্য বুঝি, কিন্তু জীবিত অবস্থায় ততটা ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি না। এই স্মরণ দিবস তাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়–ভালোবাসা প্রকাশের সময় এখনই, যখন মানুষ আমাদের পাশে আছে, যখন তারা শুনতে পায়, অনুভব করতে পারে।

পরলোকগত ভক্তবৃন্দদের স্মরণ দিবসটি তাই শুধুমাত্র শোক নয়, বরং আশার দিন হিসেবে দেখি। আমরা আমাদের প্রিয় পরলোকগতদের প্রতি ভালোবাসা জানাই প্রার্থনায়, দয়া ও সেবার কাজে; আর জীবিতদের প্রতি ভালোবাসা জানাই উপস্থিতির মাধ্যমে, কথায় ও কর্মে।

মৃত্যু আমাদেরকে চিরবিদায় বলতে শেখায় না, বরং শেখায়–ভালোবাসা কখনো মরে না। খ্রিস্টে, মৃত্যু পরাজিত; আর যারা খ্রিস্টে ঘুমিয়ে আছে, তারা একদিন পুনরুত্থিত হবে জীবনের পূর্ণতায়। এই বিশ্বাসে আমাদের দৃঢ় হওয়া উচিত, এই আশাতেই আমাদের যাত্রা চলুক অনন্ত জীবনের পানে। †

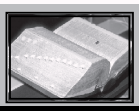

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। (মথি ৫:১০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

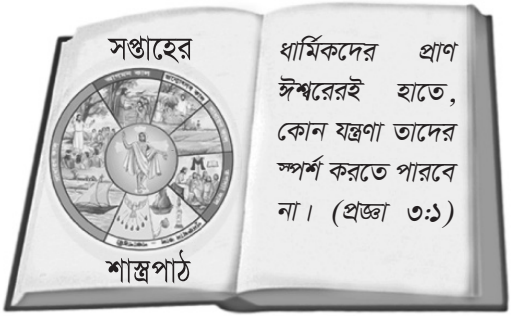

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে, কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। (প্রজ্ঞা ৩:১)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০২ নভেম্বর - ০৮ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

০২ নভেম্বর, রবিবার
সাধারণকালের ৩১শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
পরলোকগত সকল ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
প্রথম খ্রীষ্টযাগ: যোব ১৯: ১, ২৩-২৭, সাম ২৭: ১, ৪, ৭, ৮-৯, ১৩-১৪, রোমীয় ৫: ৫-১১, যোহন ৬: ৩৭-৪০
দ্বিতীয় খ্রীষ্টযাগ: ইসা ২৫: ৬, ৭-৯, সাম ২৫: ৪-৭, ২০-২১, রোমীয় ৮: ১৪-২৩, মথি ২৫: ৩১-৪৬ ***তৃতীয় খ্রীষ্টযাগ:*** প্রজ্ঞা ৩: ১-৯, সাম ৪২: ১-২, ৫, প্রত্যা ২১: ১-৭, মথি ৫: ১-১২

০৩ নভেম্বর, সোমবার
সাধারণকালের ৩১শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু মার্টিন দ্য পরেস, *সন্ন্যাসী* - রোম ১১: ২৯-৩৬, সাম ৬৯: ২৯-৩০, ৩২-৩৩, ৩৫-৩৬, লুক ১৪: ১২-১৪

০৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ৩১শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু চার্লস বরোমেও, বিশপ, *স্মরণ দিবস*
রোম ১২: ৫-১৬ক, সাম ১৩১: ১-৩, লুক ১৪: ১৫-২৪

০৫ নভেম্বর, বুধবার
সাধারণকালের ৩১শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
সাধু গুইডো মারীয়া কন্‌ফোর্টি, বিশপ ও প্রতিষ্ঠাতা
রোম ১৩: ৮-১০, সাম ১১২: ১-২, ৪-৫, ৯, লুক ১৪: ২৫-৩৩
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:* ইসা ২: ২-৫. (বিকল্প ১ করি ২: ১-৫), সাম ৬৭: ২-৮, যোহন ১০: ১১-১৬

০৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ৩১শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
রোম ১৪: ৭-১২, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, লুক ১৫: ১-১০

০৭ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধারণকালের ৩১শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
রোম ১৫: ১৪-২১, সাম ৯৮: ১-৪, লুক ১৬: ১-৮

০৮ নভেম্বর, শনিবার
সাধারণকালের ৩১শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)*
রোম ১৬: ৩-৯, ১৬, ২২-২৭, সাম ১৪৫: ২-৫, ১০-১১, লুক ১৬: ৯-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০২ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৬৮ ফা. লুইজি মার্তিনেল্লী, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফা. গায়তানো কুরিয়নী, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ মন্সিনিয়র টমাস কুইয়া (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সি. মেরী দত্তা, এসএমআরএ (ঢাকা)

০৩ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৯৬ ফা. এডমন্ড গেডার্ট, সিএসসি (ঢাকা)

০৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ২০১২ সি. ম্যাগ্‌ডেলিন ফ্রান্সিস, আরএনডিএম (ঢাকা)

০৫ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৭৪ ব্রা. ফাবিয়ান এফ. ল্যামেস্টার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ সি. এম. ডাইওনোসিউস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সি. মেরী অমের বিশ্বাস, আরএনডিএম (ঢাকা)

০৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ২০০১ সি. এমেলিয়া থেরিয়া, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

০৭ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৫৬ মাদার এম. আম্ব্রোজ, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সি. এম. ইমেল্ডা ক্রুজ, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফা. ফ্রান্সিস গমেজ [সীমা] (ঢাকা)

০৮ নভেম্বর, শনিবার
+ সি. ভেরোনিক মরিস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ সি. মারী হেলেন, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

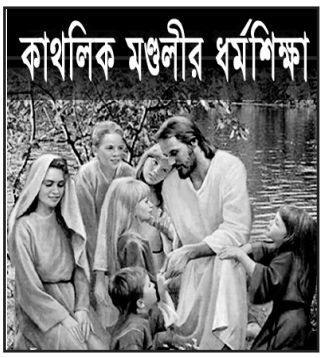

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

২০৬৩ ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি ও সংলাপের আরও একটি প্রমাণ এই যে, তিনি উত্তম পুরুষ ("আমিই প্রভু ঈশ্বর") হিসেবে অন্য একজনকে ("তুমি") সম্বোধন করছেন। ঈশ্বরের প্রতিটি আজ্ঞার মধ্যেই একবচনে ব্যক্তিবাচক সর্বনামপদ গ্রহীতাকেই নির্দেশ করে। ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাকে নির্দিষ্টভাবে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে জানিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তিনি তা সমগ্র জনমণ্ডলীকে জানিয়েছেন:

প্রভু পরমেশ্বর মানুষের কাছে ঈশ্বরকে ভালবাসার নির্দেশ এবং প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়বান হতে শিখিয়েছেন, যাতে মানুষ অন্যায় না করে এবং ঈশ্বরের অযোগ্য না হয়। এইভাবে দশ-আজ্ঞার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষকে তাঁর বন্ধু হবার জন্য এবং তার প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিতে বাস করার জন্য প্রস্তুত করেছেন। দশ-আজ্ঞার বাণীগুলো আমাদের অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। প্রভুর দেহধারণের ফলে এগুলো লোপ পাওয়া তো দূরের কথা, বরং তা ব্যাপকতা ও পূর্ণতা লাভ করেছে।

খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষায় দশ-আজ্ঞা

২০৬৪ পবিত্র শাস্ত্র এবং যীশুর জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা সব সময়েই দশ-আজ্ঞার মৌলিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়েছে।

২০৬৫ সাধু আগস্তিনের সময় থেকেই দীক্ষাস্নানপ্রার্থী ও ভক্তজনদের ধর্মশিক্ষায় দশ-আজ্ঞাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দশটি-আজ্ঞা মুখস্থ করার জন্য ছন্দময় সূত্রাকারে আবৃত্তি করার প্রথা চালু হয়। সেগুলো আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। খ্রীষ্টমণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা দশটি আজ্ঞার শ্রেণীবিন্যাসের উপর ভিত্তি ক'রে খ্রীষ্টীয় নৈতিকতাকে অনেক সময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২০৬৬ ইতিহাসের ধারায় আজ্ঞাগুলোর বিভাজন ও সংখ্যার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানের এই ধর্মশিক্ষা গ্রন্থে সাধু আগস্তিন প্রবর্তিত বিভাজনই অনুসরণ করা হয়েছে, এবং তা-ই কাথলিক মণ্ডলীর ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। লুথেরান মণ্ডলীও একই ধারা অনুসরণ করে। গ্রীক মণ্ডলীর পিতৃগণ এই ধারার কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন, যা অর্থডক্স মণ্ডলীসমূহে এবং সংস্কারকৃত খ্রীষ্টসমাজগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০৬৭ দশ আজ্ঞা ঐশ প্রেম ও প্রতিবেশী প্রেমের দাবি প্রকাশ করে। প্রথম তিনটি ঐশ প্রেম ও অপর সাতটি প্রতিবেশী প্রেমের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রভুর কথা অনুযায়ী প্রেমের দু'টি আদেশই যেমন সমগ্র বিধান ও প্রবক্তাদের শিক্ষার ভিত্তি, ঠিক তেমনি দশ আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল দু'টো প্রস্তর ফলকে। একটিতে লেখা হয়েছিল তিনটি এবং অপরটিতে সাতটি।

২০৬৮ ট্রেন্ট মহাসভা শিক্ষা দেয় যে, দশটি আজ্ঞা খ্রীষ্টানদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং ধর্মময় মানুষ আজও তা পালন করতে বাধ্য। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা তা দৃঢ়ভাবে স্বীকার করেছেন: প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারীরূপে বিশপগণ প্রভুর কাছ থেকে সকল জাতিকে শিক্ষাদানের, বিশ্বসৃষ্টির কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার মিশনকর্ম পেয়েছেন, যাতে সকল মানুষই বিশ্বাস, দীক্ষাস্নান ও দশ আজ্ঞা পালনের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

দশ-আজ্ঞার মধ্যে ঐক্য

২০৬৯ দশটি আজ্ঞা একই সূত্রে গাঁথা। প্রত্যেকটি "বাণী" অন্যান্য প্রত্যেকটির সঙ্গে এবং সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; সবগুলো বাণীই আবার পরস্পরকে প্রভাবিত করে। দু'টো প্রস্তরখণ্ড একে অন্যের উপর আলোকপাত করে। এদের মধ্যে আঙ্গিক ঐক্য বিদ্যমান। একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করার অর্থ হচ্ছে অন্য সব আজ্ঞাও লঙ্ঘন করা। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে প্রশংসা না ক'রে কেউ অন্য মানুষের প্রতি সম্মান দেখাতে পারে না। ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল মানুষকে ভাল না বেসে কেউ ঈশ্বরের পূজা করতে পারে না। দশ আজ্ঞা মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে।

কাঁদে শুধু জীবিত মানুষেরা

ফাদার যোসেফ মুরমু

সমাধি অনেকটা অজান্তে কাঁদবার আবহ সৃষ্টি করে, স্বজনকে কাঁদতে বলে। স্বজনের চোখ জুড়ে অশ্রুজল ঝরে। ব্যথিত জনেরা বুঝতে পারে, সে কাঁদছে কেন। মনের অজান্তে গালের জল শাড়ীর আঁচল দিয়ে বা গামছার এককোন ধরে মুছতে থাকে। ব্যথিত ব্যক্তি বিশ্বাস করে, ঐ অশ্রু জলকণা মৃত্যস্বজনকে স্পর্শ করছে, কাছে দাঁড়িয়ে দু'য়ে কথোপকথন হচ্ছে। হুশ ফিরে এলে দেখে কাছে স্বজন নেই। ব্যথাটা আরো তীব্র হয়, কারণ তাঁর দেখা মেলেনি। এভাবে সমাধি নীরবে স্বজনকে কাঁদতে দেয়, থামতে বলে না, কেন? কারণ মৃতেরা দেখা দেয় না, কাঁদেও না, কাঁদে শুধু জীবিত মানুষেরা।

সমাধি বা কবরটি ভেঙ্গে থাকুক বা ধসে পড়ে যাক, মৃত্যেরা অভিযোগপত্র স্বজনের কাছে পাঠায় না, জবাব চেয়ে বলে না যে, কেন 'আমার সমাধির এই হাল?' কিন্তু মানুষের বিবেকে নাড়া দেয়, শত অজুহাত দেখিয়ে কবরটি মেরামত বা পরিপাটি রাখা সম্ভব হয়না। সত্য কথা, বিবেক কিন্তু দংশন দেয়, সত্যই মৃত্যের কবরটি দু'ভাগ হয়ে আকারহীন হয়ে রয়েছে, দৃষ্টি দেয়ার সময় মেলেনি, কেমন বেমানান মনোভাব। কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাধির প্রতিবাদ নেই, নিঃশব্দ, দাবি নেই। জীবিত থাকাকালীন সময়ে যত অবহেলা ছিল, এখন ঠিক সমাধিটির প্রতিও এমন অবহেলা, বড়ই নিষ্ঠুর আচরণ। সত্য যে, এখন তো কবরের ভিতরে কফিনে স্বজন নেই, এমনকি তার হাঁড়গোড় আছে কিনা, জানা নেই, একমাত্র ঈশ্বরেই জানে। কিন্তু কবরটি আপনজনকে চৈতন্য ফিরে দেয় যে, বাবা-মা, ভাই-বোন, কাকা, জ্যেঠা, দাদা-দিদি, ঠাকুর দা, ঠাকুর মা ইত্যাদি এই পরিচয়ে তারা কবরে শায়িত, পরিবারে অনুপস্থিতি থাকলেও অবহেলা মানায় না বরং কবরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিৎ, কবরের পাশে এক মিনিটের জন্য হলেও দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা আবশ্যক। তাহলে মৃত্যের পরিচয় রয়ে যাবে, বেশি আপন মনে হবে। উপরন্ত ঐ নামে মৃত্যের সঙ্গে সংগোপনে কথা হবে, অদৃশ্যে দর্শন মিলবে, তাকে ডেকে তোলার চেষ্টা বা দর্শণ পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা হবে, দোষের কিছু নেই, এটি মানুষের স্বভাব। তবে সমাধি জীবিত মানুষকে কাছে ডাকে, অতীত-বর্তমান জীবনের ভাল-মন্দ মনে করিয়ে দেয়। জানিয়ে দেয়, সমাধিতে একদিন স্থান নিতে হবে, রেহায় নেই।

কোন ব্যক্তি জটিল রোগে আক্রান্ত হলে, মৃত্যুর ভাবনা মাথায় চড়ে বসে। ভাবে এবার বুঝি নিষ্কৃতি নেই, সুন্দর ভুবন, ধনসম্পত্তি, আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে যেতে হবে। পরকালে জীবনের কি দশা হবে, এ সম্পর্কে কারোরই প্রকৃত ধারণা নেই। কাজেই ভয়ে বা আত্মবিশ্বাসে জীবনের দীর্ঘ ক্রিয়ার হিসাব-নিকাশ শুরু হতে পারে। শুরু করবে বিগত সময়কার চারিত্রিক কর্ম, ধর্মক্রিয়া এবং পরিবারে অতিবাহিত জীবনযাপনের নানান সরল বা জটিল সময়গুলো নিয়ে। তখন খুঁজে পাবে, ভাল-মন্দ ঘেঁষা আবেগ-আনন্দ আপ্লুত সময়গুলোর চিত্র। এই জটিল রোগের ভারে চোখ বন্ধ করলে সেগুলো মাথায় খেলতে থাকে। মৃত্যু শব্দ সুরে ব্যক্তিকে কিছু বলবে না, কিন্তু ব্যক্তিটাকে একাকিত্ব সন্ধ্যা নামিয়ে দেবে। রাতের ঘন অন্ধকারে চোখ বন্ধ হলে ব্যাপারটা বিপদজনক মনে হয়, রাতের ভয়াবহতায় ব্যক্তিকে নির্জনবাসী করে। উপায় নেই, জীবিতজনের কপালে অঘটন ঘটবে, দমিয়ে রাখা অসম্ভব। লোকজন এর মধ্যে রোগীকে কত সান্ত্বনার কথা বলে যাবে, স্বজনেরা রাত জেগে সেবা দিয়ে যাবে, কিন্তু অন্তিম সময় যে কখন নেমে আসবে, জানা নেই তারও স্বজনদের। এ মুহূর্তে আঁচ করতে না পারার জন্যে শরীর কেঁপে ওঠে, বাকশক্তি স্তব্দ হয়। রোগী আকারে ইঙ্গিতে কিছু চায় বা কারোর সাথে দেখা করতে চায়, তখনই পাশের মানুষটি দিশেহারা হয়ে আশেপাশের মানুষকে ডেকে জড় করে। চোখের জল গড় গড় করে ঝরতে থাকে সকলের। মৃত্যুযাত্রীর অন্তিম চাওয়া পূরণের প্রাণপণ প্রচেষ্টা, সম্ভব হলে হতে পারে, কিন্তু মানুষটাকে বিদায় নিতেই হয়, আয়োজনের ইচ্ছেটা কোন ফল দেয় না। ব্যর্থ হয় জীবিত মানুষের অন্তিমক্ষণের আশা।

মানুষ মৃত্যুকে গ্রহণ করে না, স্বীকৃতিও দেয় না, বরং উল্টো ভয়ে ভীতগ্রস্ত হয়, মৃত্যুকে ধিক্কার দেয়। মানুষ সমগ্র সৃষ্টি আয়ত্তে রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় মত্ত থাকে, কিন্তু মৃত্যুকে স্পর্শ করা অসম্ভব, মৃত্যুর সাথে কোন সখ্যতা হয় না, বন্ধুত্ব বা লেনদেন হয় না, মৃত্যু আপোস করে না, মানুষকে অসহনীয় কষ্টে মেনে নিতে হয় যে, 'মৃত্যু বিধাতার নিশব্দ কর্ম'। এ রকম অনেকগুলো বাস্তবতার জন্যে মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় পায়, ধারে যেতে বাসনা করে না। জীবনকালের ঘনিষ্টতা থাকে না বলে অদৃশ্যমরণ কামড়ের ভয়ে মানুষ কাঁদে, ক্ষোভ করে, তাকে স্পর্শ করা যায়না বলে, কোন প্রশ্নও করার অবকাশ মেনে নেয় না। মৃত্যু বিধাতার অনন্তপুরস্কার প্রদানের ডাক।

মৃতেরা কাঁদে না, মানুষ কিন্তু অঝোরে প্রাণ ফেটে চিৎকার করে, বুক চাপড়ায়, মাটিতে আঁছড়ে পড়ে, গড়াগুড়ি করে কাঁদে, কিন্তু মৃত নিথর, সাড়াশব্দ নেই, জীবনকালের সব আত্মীয়তা শেষ। সমাধির গর্তে মৃত্যুকে ঢেকে দেয়া হলে, মানুষের কান্না ধীরে ধীরে থেমে যায়, বুকে আফসোস, কারণ মৃত্যু আর কথা বলবে না, ইশারায় ডাকবে না বা সাড়া শব্দ দেবে না। মৃত্যুর কালোমেঘ নামিয়ে দিয়ে যায়। বর্তমান মানুষকে জীবনের এই অবসান ভাবতে সময় দেয়, বহুভাবে প্রস্তুতি নিতে সুযোগ দেয়।

প্রাণহীন দেহ, সাদা বস্ত্রে মণ্ডিত। মৃতজনের শেষ যাত্রার চিহ্ন। যাত্রা হবে অদৃশের ঠিকানায়, সঙ্গে কেউ যাবে না, মৃত্যু যে মৃতের প্রাপ্য পুরস্কার। আপনজনেরা মৃত্যের যাত্রারক্ষণে সম্মানের প্রতীকস্বরূপ-ফুলের তোড়া কিংবা আতর ছিটিয়ে দেয় কেউবা কফিনে টাকা পয়সা বা কাপড়-চাপড় দিয়ে দেয়। এ ধরণের লৌকিকতাকে সামাজিক বিদায়ী রীতি বলা হয়ে থাকে। সমাজের রীতি সমাপ্ত হয়। লোকেরা সমাধি ছেড়ে একবুক বেদনা নিয়ে বাড়িমুখী হয়, আর আত্মীয়স্বজনরা চোখের জল মুছতে মুছতে সামাজিক রীতি পালনের নানান প্রথা পালনের পথে হাঁটা দেয়। নিরামিষ পালন করে, পরিবারে প্রার্থনার আয়োজন করে। লোকদের বিশ্বাস, মৃত্যুর অবয়ব দৃষ্টিগোচর হয় নিরামিষ পালনের সময়, আবার স্বজনদের চোখের জল টপ টপ করে ঝরতে থাকে, এই সময়টাতে মৃত ব্যক্তি নানান কিছু দেখে, বুকে চাপা ব্যথা উতলে ওঠে। আত্মীয়ের বুক ধুক ধুক করে কেঁপে ওঠে, নিঃশব্দে কাঁদে, সমাধি পরিদর্শনে আসা-যাওয়া করে, সমাধি ছুঁয়ে চোখের জল ঝরিয়ে বেদনা মুক্ত হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে। সমাধি স্বজন-বিজন, সকলকে কাঁদায়।

জীবন তরু

সপ্তর্ষি

বীজ বপন করেছিলাম একদিন মাটির বুকে
জল দিয়েছিলাম তারে আশার সিঞ্চনে
চড়া রোদে পুড়ে আর ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে
চারিদিকে ছড়াল শিকড় নীরব মাটির নিচে।

ছোট্ট চারা দেখা দিল একদিন মাথা তুলে
ঘন সবুজের পাতায় সাজালো নিজেকে
এলো ঝড় বাতাস টলেনি তবুও একবার
মাটির ভালোবাসায় পেল শক্তির অধিকার।

আজ সে ছায়া দেয় ক্লান্ত পথিকের প্রাণে
পাখিরা সব গান গায় তার ডালে বসে
ফল দেয় ফুল ফোটে সুবাস ছড়ায় ধরণীতে
জীবন তরু তাই দাঁড়িয়ে আছে অটল সুখ-দুঃখে।

মানুষের জীবনও যেন তেমনি গড়ে
সুখ-দুঃখ-জ্ঞান আর সুচরিত্রে বাড়ে
মন বড় যার দয়া-ভালোবাসার দানে
জীবন তরু তার থাকবে জাগ্রত পৃথিবীতে।

সমাধি

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে তুমি নাই, মন বলে তাই।" সমাধি মানে সমস্ত কিছু সমাপ্ত। মানুষের জীবনটা তাই, সবার জীবনে সমাপ্ত ঘটবে। সমাপ্ত হলে এই-ধরণীর রঙ্গ মেলায় সাঙ্গ হবে লীলাখেলা। জন্মিলে মরিতে হবে এক চিরন্তন সত্য, বাস্তব যা রটিবে সবার জীবনে। বিধির বিধান, যা কখনও লঙ্ঘন করা যায়না। সমস্ত কিছুই সমাধির কাছে নতশিরে নমিত হতে হবে। চিরন্তন সত্য ও সুন্দর। সৃষ্টির সৌন্দর্য; অপরূপ মহিমা চোখের অন্তরালে নিমিষে-বিলীন হয়ে যাবে। ডুবে যাবে অস্ত রবি। শোকাচ্ছন্ন আঁখির জল মুছে যাবে, অম্লান স্মৃতি ভাস্কর রয়ে যাবে সমাধি মিনার। হে মানব স্মরণে রেখো, তোমাকেও একদিন সমাধিতে যেতে হবে, চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে এই নশ্বর মাটির দেহখানি। জীবনের অবসান সমাধির শেষ নিদ্রায় মুদিত হবে এই আঁখিদ্বয়। গোধূলীর সায়াহ্নে বিদায়ের করুণ সুর বেজে উঠবে মন্দিরের চূড়ায় ঝুলানো ঘণ্টাখানি। জীবনের অবসান সমাপ্তি, সমাধিতে শায়িত হবে নশ্বর মাটির দেহখানি। আমার সমাধির পরে জ্বেলে দিও আলো, নিস্তব্ধ মাটির ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিও। আসলে এই পৃথিবীর কোন কিছু সঙ্গে যাবেনা; কেহ রবেনা তোমার সঙ্গে, আঁধার গহীনে নিথর প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকবে। পৃথিবীর মায়া মোহ ছিন্ন হলে আমরা হয়ে যাবো পরবাসী। সমাধির পরে রবেনা কোন চিহ্ন, শুধু মাটির ধূলিকণা। আলোকবিহীন শয্যা, রবেনা সেখানে কোন কোলাহল। সমাধির ভিন্ন জগতে একাই থাকতে হবে। আমাদের সমাধিতে থাকবেনা কোন মখমলের বিছানা, থাকবেনা কোন প্রদীপ আলোকবর্তিকা। নিথর প্রাণহীন দেহে থাকবেনা রক্ত সঞ্চালন, শিরা উপশিরা শীতল দেহে আনবেনা কোন তাপমাত্রা। সত্যিই আমরা স্মরণ করি যে আমাদেরও একদিন সমাধিতে যেতে হবে, তখন ভয়ভীতি আমাদের করে তুলবে ব্যথাতুর।

নভেম্বর মাস হচ্ছে মৃতলোকের মাস। আমরা গির্জায় যাই, প্রার্থনায় স্মরণ করি, পবিত্র খ্রিস্টযাগে ঈশ্বরের চরণে অনুনয় করি; চিরশান্তি, চির মুক্তি লাভ করুক আমাদের প্রিয় পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পরিবারের আপনজন। প্রিয়জন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অন্যান্য স্বজনদের জন্য সমাধিতে যাই একটু প্রার্থনা করতে, মোমবাতি, ফুলের মালা, পুষ্পাঞ্জলি, ধূপ জ্বালিয়ে, আগর বাতি দিয়ে স্মরণ করি মৃত স্বজনদের। নীরবে করজোড়ে পিতার কাছে প্রার্থনা জানাই। অশ্রু বিসর্জন, শোকাচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে ছুটে যাই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। রোজারিমালা প্রার্থনায় সর্বান্তকরণে নত শিরে স্মরণ করি অন্তিম শয়নে প্রিয়জনদের। আর তাদের কাছে আশীর্বাদ যাচ্না করি; যেন আমাদের সকলকে স্বর্গ হতে আশীর্বাদ করেন। সমাধির রক্ষক হলেন স্বর্গদূত বাহিনী। তারা তাদেরকে যত্নে রাখেন, মন্দতা হতে ও শয়তানের প্রলোভন হতে রক্ষা করেন। সমাধি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়; আমাদের জীবনেও সমাপ্তি আসবে; একদিন আমাদেরকেও সমাধিতে বিদায় জানানো হবে আর প্রার্থনা করবে জীবিতরা। সমাধি হলো সর্বশেষ বিছানা, যে বিছানা হতে আমরা কোন দিন জাগ্রত হতে পারব না। তবুও বিশ্বাস করি আমরা একদিন পুনরুত্থিত হয়ে ঈশ্বরের মহিমা লাভ করব। কিন্তু আমাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন আছে পরিত্রাণ পাবার জন্য। সমাধি হলো আমাদের শেষ বিছানা ও সর্বশেষ ঠিকানা। ২ নভেম্বর এলেই আমরা কবরস্থান পরিষ্কার করার জন্য উঠে পড়ে লাগি। সমাধি হলো আমাদের পুণ্যস্থান বা পবিত্র স্থান। বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসীবর্গের স্থান হলো সমাধি। সমাধিতে আমরা প্রদীপ প্রজ্বলন করে আমাদের মৃতব্যক্তির পথকে আলোকিত করি-যেন তারা সেই আলো দিয়ে স্বর্গের দ্বার খুঁজে পায়। ধূপ, আগর বাতি জ্বালিয়ে তাদের কলুষমুক্ত করি, তাদের আত্মাকে সুবাসিত করি, পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি। তাই আমরা যখন সমাধিস্থানে যাই, যেন সমাধির পবিত্রতা রক্ষা করি। তাদের শ্রদ্ধা-প্রণাম জানাই। তারা পরদেশে আছে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আশায়। আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। সমাধি হলো পুণ্য আত্মাদের চারণ ভূমি। আমরা সমাধি স্থানে আসি যেন তার; পবিত্রতা, ভাব গাম্ভীর্য এবং শ্রদ্ধার সাথে প্রার্থনা করতে পারি। তাই সমাধি স্থানে উপস্থিত হলে বিদায়ী ভাইবোনদের জন্য বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করতে পারি। সমাধি আমাদের সকলের জন্য সমাপ্তি, শেষ লগ্ন বা শেষ ঠিকানা।

মানুষের হৃদয়

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

আমরা সবাই জানি জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরের হাতে। তবে অন্য কিছু বাদ দিয়ে নয়। এ তিনটি বিষয় ভালো হলে ভালো, খারাপ হলে খারাপ। কষ্ট হলেও ঈশ্বরের পরিকল্পনা বলে মেনে নেই। জন্মের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করি। বিয়ের মধ্য দিয়ে একটি সংসারে প্রবেশ, আবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ। ঈশ্বর আমাকে, আপনাকে কোন পরিকল্পনা ছাড়া এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি। আমাদের মত ক্ষুদ্র চিন্তার ঈশ্বর কিন্তু তিনি নন। আমরা জানি না আমাদের ভবিষ্যৎ কি! তিনি কিন্তু জানেন আমাদের ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে, কার দৌড় কতদূর। আমরা জানি না এই একটু পরে আমি বেঁচে থাকবো কি-না। কত দিনই বা জীবনের আয়ু। তবুও কত বড় বড় পরিকল্পনা করে থাকি। জানি না ভবিষ্যতে এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিতে পারবে কি না। তবুও আশায় আমরা বেঁচে থাকি। আশায় দিন গুনে যাই।

একটু চিন্তা করে দেখি, আর মাত্র কিছুক্ষণ। আমি যদি মারা যাই তবে আমার, আপনার স্থান কোথায় হবে? একটি লোক আজ এইখানে, কাল সে নেই। আর দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে মন থেকেও দ্রুত মুছে যাওয়া। হায়, কত মূঢ়, কত কঠিন মানুষের হৃদয়। আমার একান্ত আপনজন, প্রিয়জন যাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও চলত না। এক সঙ্গে থাকা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফূর্তি করা, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, এক কথায়- যাকে ছাড়া আমি চোখেই দেখতাম না। তিনি যখন আমাকে ছেড়ে চলে যান অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেন, তখন আমার অবস্থাটা কি রকম হয়। তখন আমি যেন অন্ধ হয়ে যাই। তবে সে সেখানেই আছে কিন্তু। কত সহজে তাকে ভুলে যাই। জীবন আর পৃথিবী থেমে থাকে না। চলছে, চলছে আর চলবে। আমি কত সহজে ভুলে যাই আমিই আবার কোন সাহসে অন্যের কাছে আশা করব মানুষ আমাকে মনে রাখবে। তা কখনোই হবার নয়।

আশা করি; অন্যে আবার আমার জন্যে প্রার্থনা করবে। অন্যের উপর আশা না করে নিজের থলি নিজেই পূর্ণ করি। অর্থাৎ আমার ভাল কাজ, ভালো পরামর্শ প্রদান, অন্যকে সাহায্য করা, অন্যের ক্ষতি না করা, প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হয়ে থাকা ইত্যাদি। একা একাই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। আমার হয়ে কেউ ওকালতি করতে যাবে না। নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজেরই। সময় থাকতে থাকতে নিজের জন্যে ব্যবস্থা করা এবং পুণ্যের সঞ্চয় বাড়িয়ে তোলা। এখন যদি নিজেই নিজের জন্যে উদ্বিগ্ন না হই, তবে পরে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হবে কে? বর্তমানের দানই সব চেয়ে বেশি, এখনই উপযুক্ত কাল, আজই ত্রাণলাভের দিন।

আসুন, এই সংসারে নিজেকে এমন এক বিদেশী তীর্থযাত্রী হিসাবে বিবেচনা করি, যার সঙ্গে জগতের কোন কিছুর-ই কোন সম্পর্ক নেই। মুক্ত রাখি নিজের হৃদয়, ঈশ্বরের উদ্দেশে আমার চিত্তকে রাখি নিয়ত উন্মুক্ত। এখানে আমার চিরস্থায়ী বসতি নেই। যত কিছুই করি, যত কিছুই গড়ি, যত কিছুই চিন্তা করি, তা সবই অসার। একটা কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে, "সম্পদ খাবে লোকে, দেহ খাবে পোকে।" সুতরাং, আমার অহংকার, বড়াই করা, অন্যের ক্ষতির চিন্তা করা বাদ দিয়ে একসাথে পথ চলি, একসাথে বসবাস করি। তীর্থযাত্রী মণ্ডলী, তীর্থ করি খ্রিস্টের অভিমুখে। যেখানে আমার পরম ধন, পরম সম্পদ লুকিয়ে আছে। একদিন খ্রিস্টের শ্রীমুখের দর্শন অবশ্যই পাব।

মৃত্যু ভাবনা

প্যাট্রিক রবিন গমেজ

নভেম্বর মাস মৃতলোকের মাস। প্রতি বছর আমরা নভেম্বরের ২ তারিখে সবাই মৃতলোকের স্মরণ দিবস পালন করি। প্রিয়জনের কবরের পাশে বসে প্রার্থনা করি, মোমবাতি জ্বালাই তার আত্মার মঙ্গলের জন্য, কিন্তু প্রিয়জনের এই কবরের পাশে বসে নিজের মৃত্যুর কথা কবরের কথা কতজন চিন্তা করি যে, আমারও মৃত্যু হবে, আমাকেও এমনি একটি কবরে চিরশায়িত হতে হবে। তাই যদি করতাম তাহলে হয়তো এই বিশ্ব সংসারে হিংসা, লোভ, লালসা, সন্দেহ, অন্যের সম্পত্তি দখল করে ভোগ করার স্পৃহা, বিলাসিতা ইত্যাদি অনেকাংশে কমে যেতো। তাই বলছি, দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে, ওপারে ফেরার দিন ঘনিয়ে আসছে। এতো কোলাহল, সুখের নীড়, লোভ লালসা, হিংসা, সন্দেহ সবকিছু সেদিন লিখে দিতে হবে শুধুমাত্র একটি মৃত্যুর দলিলে।

এ জগৎ সংসারের কিছু সত্যতা তিক্ত, কিছু বাস্তবতা বিশ্বাসের মূল কিনারাতেই বাঁধা থাকে। আর সেই বাস্তবতা হলো মৃত্যু। মৃত্যু মানব জীবনের সেই সত্যতা মানুষ যার জালে আবদ্ধ। দুনিয়ায় আমাদের এ জীবন হলো দুই সাগরের মাঝে একটি সেতুবন্ধন মাত্র। মৃত্যুর এ সত্যতা, বিশ্বাস আমাদের মনের আবিষ্কার নয় বরং আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পাওয়া। মৃত্যুর সত্যতাকে স্বীকার করতে কোন ধরনের অনুকরণের প্রয়োজন হয় না, চারিদিকে তাকালেই বুঝা যায় ঝড়ে ঝরে যাওয়া পাতা, গ্রীষ্মের শুকিয়ে যাওয়া নদী, শতবর্ষী শুকিয়ে যাওয়া গাছ, শীতের সকালের শিহরণ এসবই এ জগৎ সংসারে জীবন ও মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করে চলছে। মৃত্যু একটি অজানা বিষয়। কোন এক সকালে এ জীবন দরজায় বিদায়ের করাঘাত হতে পারে, কোন রক্তিম গোধূলী লগ্নে এসে যেতে পারে মৃত্যুর পরোয়ানা, কোন চাঁদনী অথবা তারকাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে এসে যেতে পারে আমাদের জীবন দরজায় মৃত্যুদূত। শুরু হতে পারে নতুন একটি জীবন, খুলে যেতে পারে নবজীবনের দ্বার, সেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসেনা। কখন মৃত্যু নামক যমদূতটি এসে যাবে কেউ জানিনা। যখন আসবে তখন হয়তো আমাদের মুখের হাসিটাও রয়ে যেতে পারে অপূর্ণই। ভরদুপুরে তপ্ত খাওয়া ভর। প্লেটটাও অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে হতে পারে। প্রিয়জনের সাথে বুকের ভিতরের জমে থাকা একটা শব্দও উচ্চারণের সুযোগও তখন থাকবেনা। অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনারও সময় তখন হবেনা। শুধু একফোঁটা চোখের পানি অথবা একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই বিদায় জানাতে হতে পারে এই নশ্বর পৃথিবীকে; কেননা এর নাম মৃত্যু না বলায় কোন শ্রবণ শক্তি ঈশ্বর একে দেননি। কাজেই চলে যেতে হবে যেকোন দিন, যেকোন সময়। কাউকে একদিন আগে, কাউকে একদিন পরে। জীবন সংসারের সকল ক্লান্তি ঘুচে যাবে তখন মৃত্যু স্নানে। এ সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করে চলে যাবো ওপারের জগতে।

আজ থেকে কিছু বছর পূর্বে আমরা এসেছিলাম এ পৃথিবীতে। মায়ের কোলই ছিলো তখন নিরাপদ আশ্রয়। এরপর একটু বড় হলে মায়ের আঁচল ছেড়ে গ্রামের উন্মুক্ত মাঠ ছিলো আমাদের খেলার, চলাফেরার জায়গা এর কিছু বছর পর আমরা পরিণত হই এক উদ্দীপ্ত যুবকে। যুবক থেকে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ এভাবেই আমাদের জীবনচক্র অন্তিমের দিকে এগোতে থাকে। এরই মাঝে নিজের অজান্তে পাড়ি জমাতে হবে অনন্ত ধামে। এ জগতে যত সত্য রয়েছে; যেগুলো মানুষ নিজের অজান্তে বিশ্বাস করে, প্রকৃতি থেকে শিখে, যে সত্যগুলো মানুষ তার চারপাশ থেকে দেখে বুঝতে শিখে সে সত্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে মৃত্যু। নিজের জীবন সঙ্গিনী, পরিবার পরিজন, অর্থ সম্পত্তি, সব সেই ভাবেই রয়ে যাবে। শুধু নামটা পরিবর্তন হয়ে লাশ হয়ে যাবে। তখন নাম ধরে কেউ ডাকবে না। লাশ বলে সম্বোধন করবে। বলবে লাশটা নিয়ে এসো, লাশটা গোসল করাও, লাশটার কাপড় পড়াও। জন্ম মুহূর্তে এই পৃথিবীতে যে একটা সংখ্যা যোগ হয়েছিলো সে সংখ্যাটা টুপ করে ঝরে পড়বে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। হাত, পা, চোখ সবই সেই আগের মতই থাকবে, তখন শুধু থাকবে না তৃপ্তি-অতৃপ্তির পানে চাওয়া। কোন আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ, থাকবে না কোন প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা, থাকবে না সন্দেহের তীর ছোঁড়া। এতোকিছু জানার পরও আমাদের কি হয়েছে, যে আমরা মৃত্যুকে ভয় করিনা! আমাদের কি হয়েছে, যে আমরা মনে করিনা একদিন আমরা মারা যাবো, আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করিনা মৃত্যুর জন্য! আমরা কি মনে করি যে চিরদিন বেঁচে থাকব? একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে, সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সাড়ে তিনহাত মাটির নীচে হিম শীতল গহ্বরের আস্বাদন গ্রহণ করতে হবে, যেখানে থাকবে শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার আর পোকা মাকরের উপস্থিতি। সেইদিন যখন আসবে তখন হয়তো নিজের অজান্তেই ঈশ্বরকে বলবো, হে ঈশ্বর আমাকে অল্প একটু সময় দিন নিজের পাপের জন্য অনুতাপ করতে, নিজেকে সংশোধন করতে। ঈশ্বর তখন বলবেন, কোন সুযোগ নেই। সাড়া জীবন সুযোগ পেয়েছো, নিজেকে পরিবর্তন করোনি এখন সময় পেলেও কোন পরিতাপ, কোন অনুশোচনা তোমার হবেনা। কাজেই চলে এসো। আমরা চাই বা না চাই কবরই আমাদের অন্তিম জায়গা। আমরা যেখানেই থাকি, যেভাবেই নিজেকে পরিচর্যা করিনা কেন, জন্মেছি যখন কবরে শুতেই হবে। আমরা বলি, এইটা আমার ঠিকানা-ঐটা আমার ঠিকানা। কিন্তু এগুলোতো আমাদের আসল ঠিকানা নয়। ঐ সাড়ে তিনহাত জায়গাই আমাদের ঠিকানা। যতই দালান-কোঠা ইমারত-রাজপ্রাসাদ তৈরী করিনা কেনো ওসব তখন কোন কাজেই লাগবেনা ঐ কবরের বরাদ্দ করা জাগয়াটুকু ছাড়া।

আমরা জানি বা না জানি; চাই বা না চাই; ভাল লাগুক বা নাই লাগুক; ভয় লাগুক বা নাই লাগুক; জেনে রাখুন আমাদের অবশ্যই মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হবে কারণ মৃত্যুর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ স্বয়ং ঈশ্বরই ঠিক করে রেখেছেন; এটাই ভয়ংকর সত্য। আজ যারা যুবক-যুবতী তারা হয়তো ভাবছে আমাদের মরতে দেরি আছে এখন আনন্দ-ফুর্তি করে দিন কাটাই। আগে ৪০/৫০ বছর পাড় করি তারপর না-হয় ধর্ম-কর্ম করবো। ভাল ভাল কাজ করবো। কিন্তু কেউ কি জানি ৪০/৫০ বছরের আগেই হয়তো এই যুবা বয়সেই মৃত্যুর সাথে ঈশ্বর তার এ সাক্ষাৎ ঠিক করে ফেলেছেন। এই টগবগে যৌবনের জীবনটা হয়তো মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যেতে পারে। জীবনে হয়তো আমরা বার বার সুযোগ পাবো বাঁচার কিন্তু মৃত্যুর জন্য একবারের বেশি সুযোগ নেই। একবারই ডাকবে, সেখানে সেকেন্ডেরও সুযোগ থাকবে না। মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

তবুও মানুষের জীবনে কতো হিংসা, কতো অহংকার, কতো চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন। মানুষের জীবনটা বড়ই অদ্ভুত। সমাজের সাথে তার যুদ্ধ, নিজের সাথে যুদ্ধ, ক্লান্তির সাথে যুদ্ধ, চাকুরীর ক্ষেত্রে যুদ্ধ, টাকা কামানোর যুদ্ধ, প্রতিযোগিতার যুদ্ধ সব কিছুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে যখন ঘরে ফিরে রাতে ঘুমোতে যায়, তখনও তার অপূরণীয় কিছু আকাঙ্ক্ষা-

ইচ্ছার যুদ্ধ করে। দু'চোখে তখন নির্ঘুম রাত কেটে যায়। তারপরও মানুষ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ্গা- স্বপ্নটাকে জোড়া দিয়ে আবারও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। ভাবে এইতো আর কয়টা দিন এই সমস্যাটা কেটে গেলে-তারপর আরামে ঘুমাবো। তারপর কতদিন, কতমাস কেটে যায় সেই কাঙ্ক্ষিত ঘুম আর আসে না। এরপর কত সন্ধ্যা নেমে আসে জীবনে। কতবার ডুবন্ত সূর্যটা ঢেকে যায় কালো মেঘে কিন্তু স্বপ্নগুলো আর পূরণ হয় না। তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে, দেখতে দেখতে ৪০/৫০ বছর যখন স্বপ্নগুলো চোখের জলে ঢেকে রাখে তখন হয়তো কোন এক গভীর রাতে অথবা কোন এক বিষন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় চোখের সামনে। মানুষ হঠাৎ দেখে সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, মাথার চুলগুলো পেকে গেছে। সেই যে দুরন্ত শৈশবের সেই বালকটা, টগবগে যৌবনের সেই যুবকটা; সেটা আর নেই। সেটা, এখন কেমন যেনো ভেঙ্গে পড়া শীর্ণ শরীরের ব্যর্থ মানুষ। মৃত্যু এসে তখন বলবে জীবনে স্বপ্ন অনেক দেখেছো; এবার তোমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মৃত্যুর দিকে তখন করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবেন। কিন্তু মৃত্যু কাউকে ক্ষমা করে না এবং মৃত্যুই এখন একমাত্র সত্য হয়ে দেখা দেয়। যা আমরা কল্পনা করি না, কোনদিন চাই না, স্বপ্নেও না; জাগরণেও না।

আমরা জীবনের তুচ্ছ প্রয়োজনগুলোকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যখন নীতি বর্জিত যে কোন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে একটুও কুণ্ঠিত হই না, ভেবে দেখি না শেষ পর্যন্ত কতুটুকু আমাদের সঙ্গে যাবে আর কি রেখে যাবে। অনাগত আগামীর জন্য, তখন মনে হয় মৃত্যুর মতো অনিবার্য সত্যটাকে মাথায় রেখে অদ্ভুত একটি বার আমাদের ভেবে দেখা দরকার ঈশ্বরের দেওয়া অতুলনীয় উপহার এই জীবনটাকে মহৎ কিছু প্রাপ্তির আনন্দে কতটুকু ভরিয়ে তুলতে পারলাম!

"জন্মিলে মরিতে হবে" আমরা সবাই জানি, সবাই বুঝি; তবুও আমরা একটি বার নিজের মৃত্যু নিয়ে ভাবিনা-চিন্তা করি না বা করতে চাই না। যদি করতাম তাহলে হয়তো আমাদের সমাজে, দেশে বা ব্যক্তি জীবনে হিংসা, লোভ-লালসা, অসৎ উপায়ে উপার্জন, লোক ঠকানো ইত্যাদি অনেকাংশেই লোপ পেতো। এই মৃতলোকের মাসে আসুন, আমরা একবার কবরস্থানে গিয়ে দাঁড়াই। চিন্তা করি এখানে হাজার হাজার মানুষকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। যাদের দেহ আজ ধূলায় পরিণত। তাদের অনেকেরই তো প্রচুর অর্থ, সহায়-সম্পত্তি ছিল কিন্তু তারা সাথে করে কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি, সবই ছেড়ে যেতে হয়েছে। তার সেই কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পত্তি এখন কে ভোগ করছে তাও তিনি জানেন না। আমাদেরও ঠিক এই একই অবস্থা হবে মৃত্যুর পর। মৃত্যুর পর ২২ ঘন্টাও আপনি জীবনে এতো পরিশ্রম করে, কষ্ট করে যে প্রাসাদোপম ঘর যাদের জন্য বানিয়েছেন তারাও তখন আপনার লাশটা ঐ ঘরে রাখতে চাইবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবর দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

আসলে আমরা সব কিছুই নিজের বলে দাবী করি, নিজের বলে অহংকার করি। কিন্তু একটা কথা কি জানেন! আমাদের নিজের বলতে কিছুই নেই কারণ আমাদের জন্ম দিয়েছে অন্য কেউ, নাম দিয়েছে অন্য কেউ, শিক্ষা দিয়েছে অন্য কেউ, সম্মান দিয়েছে অন্য কেউ, মৃত্যুর পর কাপড় পরাবে -গোসল করাবে অন্য কেউ, কবরে রেখে আসবে অন্য কেউ, যে ধন সম্পদ নিজের জন্য করছি তাও ভোগ করবে অন্য কেউ। তাহলে আমাদের নিজেকে নিয়ে কেন এতো অহংকার এত গর্ব? মৃত্যুই যেখানে শেষ কথা! তাই আসুন আমরা আজ নিজের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করি। মৃত্যুকে ভয় নয়। মৃত্যু যখন আসবে তখন যেন তাকে সানন্দে আলিঙ্গন করতে পারি, সেইভাবে জীবন যাপন করি। যখন মৃত্যু তার বিশাল থাবা মেলে গ্রাস করতে আসবে তখন যেন বলতে পারি, এসো হে মৃত্যু সুধাময়ী মায়ের মত, স্নেহময়ী মায়ের মত আমাকে বুকে তুলে নাও।

আবশ্যক

একটি স্বনামধন্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন প্রিন্সিপাল নিয়োগ দেওয়া হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা :
ইংরেজি মাধ্যমে স্নাতকোত্তর

বয়সসীমা :
৪০ বৎসরের উর্ধ্বে

বেতন :
আলোচনা সাপেক্ষে।

ইমেইল-
hrmdhaka@gmail.com

বিজ্ঞ/২৫৮/২৫

নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা),
৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা- ১২১৫।
রেজিঃ নং- ৩৭/৮৭, ০৭/০১, ১০/০৪ , ২০/১৪ ও ১৮/২৩
মোবাইল ঃ ০১৬৮০-৯৩০৮৭০।
ইমেল ঃ npcssl.dhk@gmail.com

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ : শুক্রবার
সময় : সকাল ৯:৩০ মিনিট
স্থান : তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

এতদ্বারা **"নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ"** এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৮/১১/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা, সমিতির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয় পত্র/পাশ বই সহ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে-

গ্ল্যান নিউটন গোনসালভেস
প্রেসিডেন্ট
নো: প্র: খ্রী: স: স: লি:

জুলিয়েন স্টিভেন গোনসালভেস
সেক্রেটারী
নো: প্র: খ্রী: স: স: লি:

বিশেষ দ্রষ্টব্য :
সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

বিজ্ঞ/২৫৭/২৫

তাতেই সমস্তের শুরু, তাতেই সমস্তের পরিণতি

টমাস রনি গোমেজ

Eschatology শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ *eschatos* যার অর্থ শেষ, চূড়ান্ত বা অন্তিম এবং logos যার অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ "শেষ বিষয়সমূহ" বা "শেষকালীন বাস্তবতা" যেমন মৃত্যু, বিচার, স্বর্গ, নরক এবং মানবজাতির শেষ পরিণতি–এই বিষয়গুলির উপর জ্ঞান। এটি ঈশ্বরের পরিত্রাণমূলক পরিকল্পনার শেষ ধাপ নির্দেশ করে এবং তাঁর ন্যায়, দয়া ও সৃষ্টির প্রতি শাশ্বত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে পরকাল বিষয়ে আশার প্রকাশ রয়েছে। পুরাতন নিয়মে প্রবক্তাদের ঈশ্বরীয় নব সৃষ্টির প্রত্যাশা *(ইসাইয়া ৬৫:১৭)* থেকে শুরু করে নতুন নিয়মে খ্রিস্টের শাশ্বত জীবনের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত *(যোহন ১৪:২৩)* তা ব্যক্ত হয়েছে।

ক) মৃত্যু

১. মৃত্যুর উৎপত্তি: মৃত্যু একদিকে যেমন প্রাকৃতিক একটি ঘটনা, অন্যদিকে এটি পাপের জন্য অতিপ্রাকৃত শাস্তিও বটে। আদিপুস্তক ২:১৭ এ ঈশ্বর আদমকে সতর্ক করেছিলেন যে, অবাধ্যতা মৃত্যু ডেকে আনবে। আদমের পতনের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতি মৃত্যুর অধীন হয়ে পড়ে *(রোমীয় ৫:১২)*। ট্রেন্ট মহাসভা আমাদের শিক্ষা দেয় যে আদমের পাপ তাঁর সমস্ত বংশধরদের মধ্যে মৃত্যুকে সংক্রমিত করেছে। মানুষের যৌগিক প্রকৃতি তাকে প্রাকৃতিকভাবে মরণশীল করে তোলে; তবুও, প্রত্যাদেশ গ্রন্থ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আদিম স্বর্গোদ্যানে মানুষকে অতিপ্রাকৃত অমরত্বের বিশেষ দান দেওয়া হয়েছিল। সাধু আগষ্টিন পেলাজিয়ানদের (Pelagians) মতবাদের বিরোধিতা করে জোর দিয়ে বলেন, মৃত্যুর উৎপত্তি প্রকৃতিতে নয়, বরং পাপে নিহিত।

২. মৃত্যুর সর্বজনীনতা: মৃত্যুর সর্বজনীনতা মানবজাতির আদি পাপের অংশীদারিত্ব থেকে উদ্ভূত; ফলে সকল মানুষ মৃত্যুর অধীন *(রোমীয়. ৫:১২; হিব্রু ৯:২৭)*। যদিও এটি সর্বজনীন, তবু পবিত্র বাইবেলে কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ঘটনা রয়েছে যারা প্রাকৃতিক মৃত্যুর স্বাদ পাননি তারা হলেন; এনোখকে মৃত্যুবিহীনভাবে ঈশ্বরের দ্বারা তুলে নেওয়া হয়েছিলেন *(আদি ৫:২৪; হিব্রু ১১:৫)*, এবং এলিয়কে ঘূর্ণিবায়ুর বাহনের মাধ্যমে স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছিল *(২ রাজা ২:১১)*। মণ্ডলী পিতৃগণের মধ্যে তের্তুলিয়ান বিশ্বাস করতেন যে, এই দুইজন পৃথিবীর শেষের আগে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং খ্রিস্টের সাক্ষ্যের জন্য মৃত্যুভোগ করবেন; যদিও এই ব্যাখ্যাটি সুনিশ্চিত নয়। সাধু পল শিক্ষা দেন যে, খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনে "আমাদের সকলের যে মৃত্যু হবে তা নয়; কিন্তু আমরা সকলেই রূপান্তরিত হব।" *(১ করিন্থীয় ১৫:৫১; ১ থেসালোনীয় ৪:১৫)*, অর্থাৎ যারা তখন জীবিত থাকবে তারাও এক প্রকার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাবে, যদিও তা সাধারণ মৃত্যুর সমান নয়। অতএব, মৃত্যু পতিত মানবজাতির জন্য একটি সার্বজনীন বিধি রূপে রয়ে গেছে; কেবল ঈশ্বরের বিশেষ করুণার অধীনে কিছু ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে।

৩. মৃত্যুর তাৎপর্য: মৃত্যুর গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এর অবিনশ্বরতার মধ্যে। কারণ মৃত্যুর পর আর কোনো কর্মফল অর্জন, অনুতাপ বা রূপান্তরের সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না *(হিব্রু ৯:২৭; যোহন ৯:৪)*। মণ্ডলী অরিজেনের Apocatastasis মতবাদ গ্রহণ করেনি, যেখানে বলা হয়; সমস্ত সত্তা, এমনকি দণ্ডিত আত্মারাও, একসময় পুনরুদ্ধার পাবে। একইভাবে, পুনর্জন্ম (reincarnation) বা আত্মার স্থানান্তর (transmigration of souls) ইত্যাদি পৌত্তলিক বা আধুনিক বিশ্বাসকেও মণ্ডলী প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ এগুলো মানবজীবনের এককত্বকে অস্বীকার করে। কনস্টান্টিনোপলের সিনড (৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ) আনুষ্ঠানিকভাবে এইসব শিক্ষাকে ভ্রান্তশিক্ষা বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

পবিত্র শাস্ত্র ও পরম্পরা দৃঢ়ভাবে আমাদের শিক্ষা দেয় যে, অনন্ত পুরস্কার বা শাস্তি কেবলমাত্র এই জীবনের কর্মের উপর নির্ভর করে: ধার্মিকেরা শাশ্বত রাজ্যে প্রবেশ করে *(মথি ২৫:৩৪)*, আর অধার্মিকেরা, যেমন ধনী ব্যক্তি ও লাজারের উপমায় দেখা যায়, চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় *(লূক ১৬:২৬)*। সাধু পল বলেন যে, "আমাদের সকলকে একদিন খ্রিস্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রকাশ্যে দাঁড়াতেই হবে, যাতে প্রত্যেকে এই দেহের আবাসে থাকার সময়ে যা কিছু করেছি তা ভালই হোক আর মন্দই হোক- যেন সেইমতো প্রতিদান পাই" *(২ করিন্থীয় ৫:১০)* এবং তিনি বিশ্বাসীদের আহ্বান জানান, "যতক্ষণ সময় সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি" *(গালাতীয় ৬:১০)*। মণ্ডলীর পিতৃগণ একমত ছিলেন যে মৃত্যুর পর অনুতাপের সময় শেষ হয়। সাধু সিপ্রিয়ান বলেন, "বিদায়ের পর অনুতাপের আর কোনো সুযোগ থাকে না।" অতএব, পার্থিব জীবন, যা ঈশ্বরের দান ও স্বাধীন সিদ্ধান্তে প্রদান করা হয়েছে, সেটিই একমাত্র সময় যেখানে মানুষ অনন্ত জীবন অর্জনের সুযোগ পায়। মৃত্যুর মাধ্যমেই আত্মার অনন্ত ভাগ্য চিরতরে নির্ধারিত হয়।

খ) ব্যক্তিগত বিচার (Particular Judgment)

ব্যক্তিগত বিচার মতানুসারে, মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক আত্মা তার চিরন্তন ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের মুখোমুখি হয় যেখানে আত্মা স্বর্গ, মধ্যস্থান অথবা নরক এই তিন অবস্থার যেকোনো একটিতে গমন করে *(লূক ১৬:২২; ২৩:৪৩)*। যদিও এই মতবাদটি প্রাথমিকভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞায় নির্ধারিত নয়, এটি আত্মার মৃত্যুর পরপরই প্রাপ্ত পুরস্কার বা শাস্তির বিশ্বাসের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। লিয়ন ও ফ্লোরেন্স মহাসভা উভয়েই ঘোষণা করে যে, যারা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও পাপবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তারা তৎক্ষণিক স্বর্গে প্রবেশ করে; কিন্তু যারা মারাত্মক পাপে মৃত্যুবরণ করে, তারা অবিলম্বে নরকে প্রবেশ করে।

পোপ দ্বাদশ বেনেডিক্ট তাঁর বিখ্যাত পত্র Benedictus Deus (১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দ) এ স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেন যে, ধার্মিকদের বিশুদ্ধ আত্মা মৃত্যুর পরপরই ঈশ্বরের "পরম দর্শন" (Beatific Vision) লাভ করে, আর দুষ্টরা চিরন্তন শাস্তিতে প্রবেশ করে। কিন্তু পোপ ত্রয়োবিংশ জনের মতে, ধার্মিক আত্মা পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সত্তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। পবিত্র বাণীও এই ধারণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে; লাজারকে আব্রাহামের কোলে গ্রহণ করা হয়, আর ধনী ব্যক্তি যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করে *(লূক ১৬:২২-২৬)*; খ্রিস্ট অনুতপ্ত ডাকাতকে বলেন, "আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে" *(লূক ২৩:৪৩)*; আর সাধু পল নিজেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন "আমি তো যেতেই চাই, খ্রিস্টের সঙ্গে থাকতেই চাই" *(ফিলিপীয় ১:২৩)*।

১. ভ্রান্তধারণা ও মণ্ডলীর অবস্থান: মণ্ডলী দৃঢ়ভাবে মিলেনারিয়ানবাদ (millenarianism) প্রত্যাখ্যান করে যে মতবাদে বলা হয়, খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের আগে পৃথিবীতে তিনি এক হাজার বছরের রাজত্ব স্থাপন করবেন *(প্রত্যাদেশ ২০)*। একইভাবে, "আত্মার অনন্ত বিশ্রাম" (soul

sleep বা death-sleep) যা মৃত্যুর পর আত্মার চেতনার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এই মতবাদকেও মণ্ডলী ভ্রান্ত হিসেবে অ্যাখ্যা করেছে। মণ্ডলীর কয়েকজন পিতৃগণ যেমন সাধু জাস্টিন ও সাধু আইরেনিয়াস; মৃত্যুর পর আত্মার এক প্রকার "অপেক্ষার মধ্যবর্তী অবস্থা" (intermediate state) কল্পনা করেছিলেন। আবার অনেক পিতৃগণ বিশেষত সাধু ক্রিসোস্টম, সাধু জেরোম এবং সাধু আগস্টিন এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত বিচার সম্পন্ন হয়। গ্রিক অর্থোডক্স ঐতিহ্যেও একই ধরনের বিশ্বাস ধারণ করে, যেখানে মৃত্যুর পর আত্মা একটি ব্যক্তিগত বিচার লাভ করে এবং একটি মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রবেশ করে, যা স্বর্গীয় আনন্দ বা দণ্ডের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে। আর আমাদের কাথলিক বিশ্বাস অনুসারে, মৃত্যুর মুহূর্তেই মানব আত্মা সম্পূর্ণ সচেতন, স্বাধীন ও নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ সত্তা হিসেবে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়, যাতে সে নিজের কর্ম অনুযায়ী অনন্ত ও অপরিবর্তনীয় রায় গ্রহণ করে।

গ) স্বর্গ

১. স্বর্গের মূল আনন্দ: স্বর্গের মূল আনন্দ (essential bliss) নিহিত রয়েছে ঈশ্বরের পরম দর্শনের মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের সত্তার সরাসরি ধ্যান ও তাতে যুক্ত নিখুঁত প্রেমের মধ্যে। এই দর্শন সেইসব আত্মাদের দেওয়া হয় যারা মৃত্যুর সময় সমস্ত পাপ ও শাস্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ *(মথি ৫:৮; যোহন ১৭:৩)*। পোপ দ্বাদশ বেনেডিক্ট তাঁর Benedictus Deus (১৩৩৬) এ বলেন, ধার্মিক আত্মারা মৃত্যুর পরপরই ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সত্তা "সরাসরি" দেখেন এবং সেই দর্শনের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন ও বিশ্রামে প্রবেশ করেন।

পুরাতন নিয়মে পরলোক বা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা প্রায়শই ছায়াময় "পাতাল বা শিওল" (Sheol) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পুস্তকসমূহ যেমন দানিয়েল, প্রজ্ঞা, ও মাকাবীয় ইত্যাদি গ্রন্থে মৃতদের পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের সঙ্গে শাশ্বত মিলনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করে। যিশু স্বর্গীয় আনন্দকে 'শাশত জীবন' ও ঐশরাজ্যের 'বিবাহ উৎসব' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন *(মথি ২৫:১০; যোহন ৩:১৬)*, এবং সাধু পল বলেছেন যে এই মহিমা পার্থিব সব দুঃখ-কষ্টের তুলনায় অতুলনীয় *(১ করিন্থীয় ২:৯; রোমীয় ৮:১৮)*।

স্কলাস্টিক ঐশতত্ত্বানুসারে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য আত্মার বৌদ্ধিকতাকে (intellect) ঈশ্বর নিজেই অতিপ্রাকৃতভাবে উন্নীত করেন, যা *lumen gloriae* নামে পরিচিত। এই দ্যুতির মাধ্যমে আত্মা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানতে, ভালোবাসতে এবং তাতে পরিপূর্ণ আনন্দে অংশ নিতে সক্ষম হয়। অতএব, স্বর্গ হল এক চিরন্তন অবস্থা যেখানে আত্মা ত্রিত্বময় ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পূর্ণ জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দ লাভ করে।

২. স্বর্গের দৈবায়ত্ত আনন্দ (Accidental Blessedness): স্বর্গের মূল আনন্দ ঈশ্বরের দর্শন ও ভালোবাসায় নিহিত হলেও, তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দৈবায়ত্ত আনন্দ যা সৃষ্টি, জগতের সৌন্দর্য, ঈশ্বরের কাজসমূহের দর্শন এবং খ্রিস্ট, পবিত্র কুমারী মারীয়া, স্বর্গদূত ও সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে ঐক্যের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। এই আনন্দ আরও গভীর হয় প্রিয়জনদের সঙ্গে পুনর্মিলনের মাধ্যমে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের ধ্যান দ্বারা এবং পুনরুত্থানের পর আত্মা ও দেহের মহিমান্বিত সংযুক্তির মাধ্যমে। মধ্যযুগীয় ঐশতাত্ত্বিকগণ আরও শিক্ষা দেন যে, কিছু সাধু-সাধ্বীগণ *"aureola"* নামক বিশেষ এক ক্ষুদ্র মুকুট লাভ করেন, যা তাদের বীরোচিত বিজয়ের পুরস্কার। যেমন–

➢ সেই সমস্ত লোকেরা যারা দেহের কামনার উপর বিজয়ের জন্য *(প্রত্যাদেশ ১৪:৪)*,

➢ শহীদগণ বিশ্বের উপর বিজয়ের জন্য *(মথি ৫:১১)*,

➢ আর সত্যের শিক্ষকগণ শয়তানের বিরুদ্ধে সত্যের মাধ্যমে বিজয়ের জন্য *(দানিয়েল ১২:৩)*।

সাধু টমাস আকুইনাস মনে করেন যে এই *aureola* হল সেই অতিরিক্ত আনন্দ যা সাধু-সাধ্বীদের পবিত্রতার সংগ্রাম ও বিজয় থেকে উদ্ভূত হয়। অতএব, স্বর্গের দৈবায়ত্ত আনন্দ ঈশ্বরের কৃপা ও মহিমার বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে, যা স্বর্গের পরিপূর্ণ আনন্দকে আরও গভীর করে তোলে।

৩. স্বর্গের গুণাবলী

৩.১) চিরস্থায়িত্ব: স্বর্গের প্রথম ও প্রধান গুণ হলো এর চিরস্থায়িত্ব। পোপ দ্বাদশ বেনেডিক্ট তাঁর Benedictus Deus - এ বলেন যে, ঈশ্বরের সত্তার দর্শন ও সেই আনন্দ কখনো শেষ হবে না, থেমে যাবে না এবং কোনোভাবে হ্রাসও পাবে না এটি অরিজেনের সেই ভুল ধারণার বিরুদ্ধে, যেখানে তিনি বলেন যে আশীর্বাদপ্রাপ্তেরা নৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বর্গীয় সুখ হারাতে পারে। পবিত্র শাস্ত্রে স্বর্গীয় আনন্দকে "শাশ্বত জীবন" এবং "বিজয় বা মহিমা মুকুট" বলে অভিহিত করে *(মথি ২৫:৪৬; ১ করিন্থীয় ৯:২৫; ১ পিতর ৫:৪)*। সাধু আগষ্টিন এর মতে প্রকৃত আনন্দের জন্য স্থায়িত্ব অপরিহার্য; যে সুখ শেষ হতে পারে, তা পরিপূর্ণ সুখ নয়। সাধু-সাধ্বীদের ইচ্ছা ঈশ্বরের সঙ্গে চিরতরে একাত্ম হওয়া, ফলে তাদের মধ্যে পাপ বা বিচ্ছেদ আর নৈতিকভাবে সম্ভব নয়। অতএব, স্বর্গ হল শাশ্বত ঈশ্বর ও গৌরবান্বিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের ফল।

৩.২ পুরস্কারের তারতম্যতা বা বৈষম্যতা (Inequality of Reward): স্বর্গের দ্বিতীয় গুণ হল পুরস্কারের বৈষম্য, যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতিফলন। প্রত্যেক আত্মা ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে দেখবে, তবে তাদের দর্শনের গভীরতা ও মহিমা তাদের কর্মফলের অনুপাতে ভিন্ন হবে (Council of Florence, D 693)। পবিত্র বাইবেলের ভাষায়, মানুষের কাজ অনুযায়ী খ্রিস্ট প্রত্যেককে প্রতিদান দেবেন *(মথি ১৬:২৭)*, এবং যে অল্প বপন করে, সে অল্পই কাটবে *(২ করিন্থীয় ৯:৬)*। যিশুর "বহু ঘর" বা "dwelling places" *(যোহন ১৪:২)* কথাটি মণ্ডলী পিতৃগণ ব্যাখ্যা করেন স্বর্গীয় মহিমার বিভিন্ন মাত্রার প্রতীক হিসেবে। সাধু আগষ্টিন বলেন, যদিও পুরস্কারের মাত্রা ভিন্ন হবে, তবুও সকলের মধ্যে প্রেমের ঐক্য থাকবে এবং স্বর্গে কোনো হিংসা থাকবে না। অতএব, যদিও সকল ধার্মিক শাশ্বত আনন্দে অংশ নেবে, তাদের মহিমার দীপ্তি ঈশ্বরের প্রতি তাদের প্রেম ও বিশ্বস্ততার অনন্য পরিমাণকে প্রতিফলিত করবে।

ঘ) নরক

১. নরকের বাস্তবতা (The Reality of Hell): নরকের বাস্তবতা হলো মণ্ডলীর একটি *de fide* (বিশ্বাসের দ্বারা সংজ্ঞায়িত) বা বিশ্বাস। যা শিক্ষা দেয়, যারা অপরিশুদ্ধ বা অনুতপ্ত না হয়ে মারাত্মক পাপে মৃত্যুবরণ করে, তাদের আত্মা ঈশ্বর থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাশ্বত শাস্তিতে পতিত হয়। পোপ দ্বাদশ বেনেডিক্ট তার *Benedictus Deus* পত্রে স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেন যে এই আত্মারা মৃত্যুর পরপরই নরকে নেমে যায়, যেখানে তারা ঈশ্বরের ন্যায্য বিচারের অধীনে যন্ত্রণা ভোগ করে।

পবিত্র শাস্ত্রে, নরককে এক অবস্থা বা স্থান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে অশেষ অগ্নি, অন্ধকার ও যন্ত্রণার শাস্তি বিরাজ করে *(মথি ২৫:৪১, ৪৬; মার্ক ৯:৪৩-৪৮; ২ থেসা ১:৯)*। যারা ঈশ্বরের কৃপাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য এই স্থান নির্ধারিত। পুরাতন নিয়মেও এই বাস্তবতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় *(দানিয়েল ১২:২; ইসাইয়া ৬৬:২৪)*, আর নতুন নিয়মে খ্রিস্ট নিজেই নরকের অনন্ত অস্তিত্ব ও ভয়াবহতার কথা বলেছেন। মণ্ডলীর পিতৃগণ একমতভাবে এই শিক্ষা সমর্থন করেছেন। যেমন আন্তিয়কের সাধু ইগ্নাসিউস "অদম্য অগ্নির" (unquenchable fire) বিষয়ে সতর্ক করেছেন, আর সাধু জাস্টিন বলেছেন, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এমন যে,

পাপকে অদণ্ডিত রেখে দেওয়া, তাঁর প্রকৃতির বিরোধী।

কিছু আধুনিক ভ্রান্ত মত যেমন অবলুপ্তবাদ (annihilationism) যেখানে বলা হয় আত্মা ধ্বংস হয়ে যায়, অথবা বস্তুবাদ (materialism), যা আত্মার অমরত্ব অস্বীকার করে; এসবের বিপরীতে মণ্ডলী দৃঢ়ভাবে শিক্ষা দেয় যে, নরকের শাস্তি চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়, কারণ এটি আত্মার স্বাধীন ও শাশ্বত ঈশ্বর বিরোধী সিদ্ধান্তের ফল।

২. নরকের শাস্তির প্রকৃতি: নরকের শাস্তি দু'টি অবিচ্ছেদ্য উপাদানে গঠিত: *poena damni* (ক্ষতি বা বঞ্চনার শাস্তি) এবং *poena sensus* (ইন্দ্রিয়গত শাস্তি)। *poena damni*, অর্থাৎ ক্ষতি বা বঞ্চনার শাস্তি হল ঈশ্বরের দর্শন থেকে আত্মার চিরন্তন বা অনন্ত বিচ্ছেদ যেখানে আত্মা চিরতরে ঈশ্বর, সর্বোচ্চ মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে *(মথি ২৫:৪১; ১ করিন্থীয় ৬:৯)*। অন্যদিকে, *poena sensus* হলো সেই ইতিবাচক শাস্তি যা আত্মা বহিরাগত উপায়ে ভোগ করে যেমন নরকের "অগ্নি" ও "অন্ধকার" দ্বারা প্রতীকায়িত কষ্ট *(মথি ১৩:৪২)*। অরিজেন ও নিসার সাধু গ্রেগরী এই "অগ্নি" কে রূপকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা বিবেকের অন্তর্গত যন্ত্রণার প্রতীক। তবে অধিকাংশ ঐশতত্ত্ববিদ, বিশেষত সাধু টমাস আকুইনাস, এটিকে বাস্তব কিন্তু অতিপ্রাকৃত এক অগ্নি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের হাতিয়ার হয়ে আত্মা ও দুষ্ট আত্মাদের শাস্তি দেয়। অতএব, নরকের শাস্তি একদিকে আধ্যাত্মিক (spiritual) যা ঈশ্বরকে হারানোর বেদনা; অন্যদিকে ইন্দ্রিয়গত (sensible) যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের অধীনে আত্মার উপর আরোপিত যন্ত্রণা। এই দুই উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত নরকের চূড়ান্ত ও অনন্ত যন্ত্রণা।

৩. নরকের গুণাবলী

৩.১) চিরস্থায়িত্ব: নরকের প্রথম ও মৌলিক গুণ হলো এর চিরস্থায়িত্ব, যা চতুর্থ ল্যাটেরান মহাসভায় (১২১৫) দ্বারা *de fide* মতবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত। এই কাউন্সিল ঘোষণা করে যে, "পাপীরা শয়তানের সঙ্গে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।" এই শিক্ষা অরিজেনের ভ্রান্ত শিক্ষা *Apocatastasis* এর বিরুদ্ধে, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, এক সময় সব আত্মা, এমনকি নরকের বাসিন্দারাও, পুনরুদ্ধার পাবে। পবিত্র বাইবেলে নরকের শাস্তিকে বারবার "শাশ্বত আগুন" এবং "চরম সর্বনাশ" এর অবস্থা বলে বর্ণনা করেছে *(মথি ২৫:৪১, ৪৬; ২ থেসালোনীয় ১:৯; প্রত্যাদেশ গ্রন্থ ২০:১০)*। প্রাচ্য মণ্ডলীর পিতৃগণ সর্বসম্মতভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, নরকের শাস্তি চিরস্থায়ী, কারণ পাপী আত্মার ইচ্ছা পাপে স্থায়ীভাবে স্থির হয়ে যায় এবং আর কখনো অনুতাপের পথে ফেরে না। অতএব, নরকের চিরস্থায়িত্ব প্রতিফলিত করে আত্মার সেই অপরিবর্তনীয় নির্বাচন, যার মাধ্যমে সে ঈশ্বর জীবন ও প্রেমের উৎস থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়।

৩.২) শাস্তির তারতম্যতা বা বৈষম্যতা (Inequality of Punishment): নরকের দ্বিতীয় গুণ হলো শাস্তির বৈষম্যতা, যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লিয়ন ও ফ্লোরেন্স মহাসভার শিক্ষা অনুসারে নরকের যন্ত্রণার মাত্রা প্রত্যেক আত্মার পাপের গুরুত্ব অনুপাতে ভিন্ন হবে (উ ৪৬৪, ৬৯৩)।

খ্রিস্ট নিজেই সতর্ক করেছেন যে, যাদের জ্ঞানের মাত্রা ও অবাধ্যতার কঠোরতা বেশি, তাদের বিচারও কঠোর হবে *(মথি ১১:২২; লূক ২০:৪৭)*। সাধু আগষ্টিন বলেন, "দণ্ডপ্রাপ্তদের অবস্থাও সমান হবে না; কারও জন্য তা তুলনামূলকভাবে সহনীয় হবে, আবার কারও জন্য অসহনীয়," কারণ ন্যায়বিচার চায় দোষ ও শাস্তির মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য। অতএব, যদিও সকল নিন্দিত বা পাপীষ্ঠ আত্মা ঈশ্বর থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন থাকবে, তাদের যন্ত্রণার তীব্রতাও ভিন্ন হবে। আর তা হবে প্রত্যেকের ঈশ্বরীয় সত্য ও কৃপার প্রতি প্রত্যাখ্যানের গভীরতার অনুপাতে। *(চলবে)*

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ১৯৬২ খ্রী: রেজি নং- ২৪/৮৪, ৭৭/১৭ জুবিলী ভবন, মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, বাংলাদেশ
মোবাইল নম্বর- ০১৭৭৫০৩২৫৬৯, ওয়েব : www.mcccul.com.bd
ইমেইল : mcccul_2008@yahoo.com, info@mcccul.com.bd

এমসিসিসিইউএল/০৯৬/২০২৫-২০২৬ ২ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ০৯:৩০ মিনিটে সমিতির নিজস্ব অফিস জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য/সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ,

টারজেন যোসেফ রোজারিও
সেক্রেটারি
এমসিসিসিইউএল

খ্রীষ্টফার দেশাই
চেয়ারম্যান
এমসিসিসিইউএল

বিঃ দ্রঃ সকাল ৮:০১ মিনিট থেকে ০৯:৩০ মিনিটের মধ্যে যে সমস্ত সদস্য/সদস্যা উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদেরকে কোরাম পূর্তির বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/২৫৩/২৫

ওয়ারী কবরস্থানের নীরব আহ্বান ॥ আমাদের বিশ্বাসের ইতিহাস সংরক্ষণের সময় এখনই

জ্যাষ্টিন গোমেজ

ঢাকার ব্যস্ত রাস্তাঘাট ও বহুতল দালানের আড়ালে চার শতকেরও বেশি সময় ধরে এক নীরব ভূমি শুয়ে আছে, 'ওয়ারী খ্রিস্টান কবরস্থান'। আর এই কবরস্থানের মধ্যে রয়েছে আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ইতিহাস এবং এই শহরের স্মৃতির নিঃশব্দ কণ্ঠ। কিন্তু আজ এই পবিত্র স্থানের যত্ন, মর্যাদার আর স্মৃতির পুনর্জাগরণের জন্য নীরব আর্তনাদ করছে। কারণ এখানে ঘুমিয়ে আছেন এই বঙ্গে বাণিজ্য করতে আসা ইউরোপীয় বণিক, ব্রিটিশ কর্মকর্তা, ধর্মযাজক, শিক্ষক, এবং আমাদের প্রজন্মের পূর্বপুরুষেরা। তাঁদের প্রার্থনার ছায়ায় গড়ে উঠেছিল ঢাকার প্রথম চার্চগুলো, স্কুলগুলো। কিন্তু আজ, তাঁদের বিশ্রামের স্থানটি ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যাচ্ছে। ওয়ারী কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যার বিষয়ে ধর্মপল্লীর ও কবরস্থান কমিটির সহ-সভাপতি যাজকগণ, কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের মতামতের ভিত্তিতে এই বিশেষ নিবন্ধটি তৈরি করা হয়েছে।

"আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু শক্তি কম"

ফাদার আলবার্ট: ওয়ারী কবরস্থান এখন কেবল ইতিহাসের নয়, এক নিঃশব্দ সংগ্রামের প্রতীকও। কবরস্থান কমিটির সহ-সভাপতি, ফাদার আলবার্ট টি রোজারিও বললেন, "লন্ডনের কমনওয়েলথ ফান্ড থেকে কিছু অনুদান এসেছিল, সেটা দিয়েই আংশিক সংস্কার হয়েছে। সরকার থেকে সহযোগিতা চেয়েছি, কিন্তু কাজ এখনো থেমে আছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ফাইল আটকে আছে। আমরা আশায় আছি, কিন্তু কাজ হচ্ছে না।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের আয় কম, ব্যয় অনেক। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা কঠিন। পাশের কলোনি থেকে নিয়মিত ময়লা ফেলা হয়। হাসপাতাল থেকেও আগে ফেলা হতো, এখন কিছুটা কমেছে। শিক্ষার্থীরা বছরে একবার পরিষ্কার করে, কিন্তু সারাবছর পরিচ্ছন্ন রাখার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই।" তিনি দৃঢ় সংকল্পের সাথে বলেন, "এটি প্রাচীন কবরস্থান, আমরা যতটুকু পারি ততটুকু করি। আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু আমরা থামব না।"

"অবস্থা খুবই খারাপ"

ফাদার উজ্জ্বল: পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লী'র পাল-পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও বলেন, "এই কবরস্থানের অবস্থাটা খুবই খারাপ। আট-দশ বছরের ময়লা জমে আছে। এটি বিশাল জায়গা, আমাদের হাতে সেই পরিমাণ সম্পদ নেই। সরকারের সহযোগিতা ছাড়া এই স্থান রক্ষা করা সম্ভব নয়।" তিনি আরো বলেন, "এটি আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব, কিন্তু রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব। কারণ এই স্থান শুধু খ্রিস্টানদের নয়, ঢাকার ইতিহাসেরও অংশ।"

"সরকার আন্তরিক হলে অনেক কিছু সম্ভব"

পাস্টর মিথু: চার্চ অব বাংলাদেশের ধর্মযাজক ইমানুয়েল মিথু মল্লিক বললেন, "এই কবরস্থান অরক্ষিত। প্রশাসন যদি আন্তরিক হয়, অনেক সমস্যা দূর হতে পারে।" তিনি আরো বলেন, "আমরা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টাকে জানিয়েছি, তিনি শুনেছেন, কিন্তু কাজ কতটা হবে সেটি দেখার বাকি।"

বিশ্বাসের কাজে মানুষ এগিয়ে আসে

অবহেলা যতই থাক, বিশ্বাসীরা থেমে থাকে না। তাই তো প্রতিবছর পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবসের ৩০ দিন পূর্বে নারিন্দা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও নটর ডেম কলেজের শিক্ষার্থীরা (মার্টিন হল) এই কবরস্থানটি পরিষ্কার করতে আসে। তারা সকাল-দুপুর পালা করে কবর পরিষ্কার করে, কবরে রঙ দেয় ও আগাছা কেটে দেয়। টেকনিক্যালের একজন ছাত্র, অর্ণব চিরান বলেন, "আমরা প্রতিবছর পরিষ্কার করি। কিন্তু আমরা চলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে আবার আগের মতো নোংরা হয়ে যায়। এই জায়গাটা সারাবছর পরিষ্কার রাখা উচিত।" আরেক স্বেচ্ছাসেবক শরৎ রাংসা বলেন, "আমি প্রথমবার এসেছি পরিষ্কার করতে। মনে হচ্ছে যেন পবিত্র একটা দায়িত্ব পালন করছি। খুব ভালো লাগছে।"

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা ইভা লুসি মারাক বলেন, "আমার মা ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে সমাহিত হন, বাবা এই বছর। তাই আমরা নিয়মিত আসি। কখনও সপ্তাহে একবার, কখনও মাসে একবার। আমি নিজেই কেয়ারটেকারকে টাকা দিই পরিষ্কারের জন্য। কিন্তু চারপাশের কলোনি থেকে যে আবর্জনা ফেলা হয়, তা পুরো পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে।"

সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুলের শিক্ষক রিচার্ড গোমেজ বললেন, "আমার বাবা ১১ বছর আগে এখানে সমাহিত হয়েছেন আর মা দুই মাস আগে। আমরা প্রায়ই আসি প্রার্থনা করতে, ফুল দিতে ও মোমবাতি জ্বালাতে। নভেম্বরের ২ তারিখের আগে আমি নিজেই কবরগুলো পরিষ্কার ও রঙ করি। আমি বিশ্বাস করি এটা আমাদের দায়িত্ব।"

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী-এর সার্কুলেশন ইনচার্জ মেরি তেরেজা বিশ্বাস বলেন, "আমার বাবা-মা, দাদা-দাদী, নাতি সবাই এখানে শায়িত আছে। আমরা বছরের বিভিন্ন সময়ে আসি, বিশেষ করে মৃত্যুবার্ষিকীতে। কিন্তু প্রতিবারই দেখি চারপাশে ময়লা ফেলা হচ্ছে। ফাদার আলবার্ট যতটা পারেন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু জনবল কম।"

কবরস্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও নিরাপত্তারক্ষী অতুল রোজারিও বলেন, "এটি বড় জায়গা, কিন্তু আমরা মাত্র চারজন কাজ করি। আমরাই পাহারা দিই, কবর খুঁড়ি, পরিষ্কারও করি। পাশের কলোনি থেকে প্রতিদিন ময়লা ফেলা হয়। আগে হাসপাতাল থেকেও ফেলা হতো, এখন কিছুটা কমেছে।"

ব্যক্তি মালিকানা কোম্পানি-র পক্ষের কবরের রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ রুপান্ত চিরান বলেন, "আমি সাত বছর ধরে এখানে কাজ করছি। আমি মালিকের পরিবারের কবরগুলো পরিষ্কার রাখি। পাশাপাশি আসে-পাশে যেগুলো আছে সেগুলোও যত্ন নিই।"

গত ২৩ সেপ্টেম্বর, কলম্বো সাহিবের সমাধি ও মুড়িশ গেটওয়ে সংস্কারের মাধ্যমে কবরস্থানটি কিছুটা নতুন জীবন পেয়েছিল। আর এই প্রকল্পে অর্থায়ন করেছিল ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সেমিটেরিজ ইন সাউথ এশিয়া ও কমনওয়েলথ হেরিটেজ ফাউন্ডেশন। আর কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্থপতি অধ্যাপক আবু সাঈদ এম আহমেদ। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ বলেছিলেন, "এই কবরস্থান কেবল একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা নয়, এটি আমাদের পরিচয়ের অংশ। আমরা বহুবার সরকারকে জানিয়েছি, কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ পাইনি।"

শেষ কথা: প্রার্থনা ও পদক্ষেপ

ওয়ারী কবরস্থান শুধু মৃতদের বিশ্রামের স্থান নয়, এটি আমাদের বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। এখানে যারা ঘুমিয়ে আছেন, তাঁদের শান্তি নির্ভর করছে আমাদের যত্নের ওপর। আমরা যদি এই স্থান ভুলে যাই, তবে হারিয়ে যাবে আমাদের আত্মপরিচয়ের একটি অধ্যায়। ওয়ারীর পাথরগুলো নীরব, কিন্তু তাদেরও আছে আর্তনাদ। তাই এখনই সময়, সেই আর্তনাদ শোনার, বিশ্বাসের চোখে দেখা আর দায়িত্বের পথে হাঁটা। কারণ ঐতিহ্য রক্ষা মানে কেবল অতীতকে সম্মান জানানো নয়, এটি ঈশ্বরের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বটে।

আমার দেখা তিনটি মৃত্যু

সাগর কোড়াইয়া

মৃত্যুকে একসময় প্রচণ্ড ভয় পেতাম। তবে আত্মার স্মারণিক খ্রিস্টযাগের উপদেশে মৃত্যুকে ভয় না পাবার কথা কতবার স্বদর্পে বলেছি। ইদানিং মৃত্যু বাস্তবতাটা খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখের সামনে কয়েক বছরে কয়েকটি মৃত্যুই এর কারণ বোধহয়।

প্রাণীর মৃত্যু বহু দেখেছি। বিশেষ করে বাড়িতে মেহমান এলে মোরগ ধরার দায়িত্বটা স্বহস্তে কাঁধে নিয়ে নিতাম। সারা এলাকা দৌড়ে মোরগ ধরার পর বুনোল্লাসে মাতাম খুব। তারপর মোরগের গলায় ছুরি বসানোর কাজটিও আমার কাঁধেই পড়তো। তবে এখন সে কাজটি করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

মানুষের মৃত্যু কিভাবে হয় ছোটবেলায় তা দেখার ইচ্ছা ছিলো। এক সময় সে সুযোগ এসে যায়। মামা বাড়িতে দাদুর মৃত্যু আমার চোখের সামনে হয়েছিলো। তবে ছোট ছিলাম বলে সব স্মৃতি তেমন একটা মনে পড়ে না।

দাদু তখন খুবই অসুস্থ। মেডিকেল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। একদিন বিকালবেলা মা আমাকে নিয়ে মামা বাড়ি যায়। দেখি মামা-মাসিরা দাদুর চারদিকে জড়ো হয়ে বসে আছে। দাদুর শরীরটা ভেঙ্গে গেছে একেবারে। বারান্দায় শোয়ানো। কারো কিছুই করার নেই। কখন মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে সে অপেক্ষা শুধুমাত্র।

আমি ছোট। মামাতো, মেসতুতো ভাইদের সাথে খেলতে চলে গেলাম। ফিরে আসি সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে। তখনো দেখি সবাই বসে আছে। মাঝে মাঝে কয়েকজন জোরে কেঁদে ওঠে। বড় মামা দৌড়ে বাহিরে আসে, আবার ফিরে যায়।

তখন সন্ধ্যাপ্রায়। চারিদিকে টুপ করে কালো আঁধার নেমে আসে। ইতিমধ্যে আমি চুপটি করে সবার সাথে বসে আছি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিলো দাদু আর বাঁচবে না। কিভাবে প্রাণবায়ু বের হয় তা দেখার অপেক্ষায় আছি।

কতক্ষণ বসে আছি মনে নেই। হঠাৎ দাদু কেমন যেন করে উঠলো। দাদুর গলা দিয়ে শ্বাস বেরিয়ে আসছে। আবার মনে হলো দাদু নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। মুহূর্তটা ছিলো অল্প সময়মাত্র। এরপর সবকিছু কেমন যেন চুপ হয়ে গেল। বড়মামা দাদুর নাকের কাছে আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা।

বড় মাসি দাদুর বুকে হাত দিয়ে দেখছে বুক ধড়ফড় করে কিনা। কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখি সবাই একসাথে কান্না জুড়ে দিলো। আমি বোকার মতো সবার দিকে তাকিয়ে আছি। আমার কানের কাছে কে যেন বললো, দাদু আর নেই।

সে ছিলো আমার প্রথম কারো মৃত্যু দেখা।

দ্বিতীয় মৃত্যুটা দেখেছি নিজের বাবাকে। পনের দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শেষে বাবা পরাজিত হলো। তবে শুরুর দিকে একদম সুস্থ ছিলো। পরবর্তীতে ঘুমের ঘোরে আবারো স্ট্রোক হওয়াতে বাবাকে আর বাঁচানো যায়নি।

অসুস্থ অবস্থায় বাবা হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন অনেক সিগারেট খেতে চাইতো। এছাড়া ছিলো চা-কফির নেশা। তবে সিগারেট খেতে দিইনি। এখন আফসোস হয়; সিগারেট খেতে দিলেই বুঝি ভালো হতো। সিগারেট খেতে না দেওয়ার স্মৃতি মনে হলে কষ্ট লাগে। তবে মনে করতে চাই না।

বাবার সুস্থ হওয়ার আর কোন লক্ষণ নেই; ধীরে ধীরে আরো মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে দেখে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাই। এরপর বাবা বাড়িতে আর তিনদিন বেঁচে ছিলো। মৃত্যুর সময় আমি বাবার পাশে। আগের রাত থেকে বাবার মুখ দিয়ে কালো রক্ত বের হয়ে আসছিলো। ঘন ঘন মুখ মুছিয়ে দিতে হচ্ছিলো। তৃতীয় দিন সকাল থেকে বাবার অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে।

দুপুর তখন দুইটা বাজে। বাবার মুখ দিয়ে কালো রক্ত পড়ে বালিশ ভিজে একাকার। আমার মেজো মাসি বালিশের নিচে কাপড় বিছিয়ে দিবে বলে বাবার মাথাটা আমাকে তুলে ধরতে বলে। আমিও বাবার মাথা দু'হাতে ধরে তুলে ধরলাম। আস্তে করে মাথাটা বালিশে শুইয়ে দিলাম মাত্র। তখনই কেমন যেন সন্দেহ হলো। বাবার হাতের পালস ধরে দেখি কোন সাড়া নেই। নাকের কাছে আঙ্গুল ছোঁয়ালাম। নিঃশ্বাসের কোন লক্ষণ নেই।

তখন আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না। তবে আমি শক্ত হয়ে থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু একাকী পারিনি। গোপনে কেঁদেছি খুব। বাবার মৃত্যুর পর যে কারো অসুস্থতার খবর শুনলে তড়িঘড়ি করে যাই। পাশে থাকার চেষ্টা করি। কারণ এই মুহূর্তগুলো আমি ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা করেছি। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। সে সময় মাথা ঠিক মতো কাজ করে না।

তৃতীয় মৃত্যু দেখাটা ছিলো ভিন্ন ধরণের। ফেসবুকের কল্যাণে প্রথম স্ট্রোকের সংবাদ পাই। বিশ্বাসই হতে চাইছিলো না। এত অল্প বয়স। স্ট্রোক কিভাবে সম্ভব। স্ট্রোক হয়েছে বিকালবেলা। স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিলো। তবে সেখানকার ডাক্তার রাখেনি। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে করে মেডিকেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। রোগীর সাথে স্ত্রী ও মা আসছে শুনতে পেলাম।

আমি প্রস্তুত হয়ে মেডিকেলে যাই। ততক্ষণে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন প্রায়। তবে সিটিস্ক্যান করাতে হবে। রোগী অজ্ঞান হয়ে ট্রলিতে পড়ে আছে। চারিদিকে মানুষে গিজগিজ করছে। চিৎকার-চেঁচামেচি সর্বত্র। আমাদের দেশের সব মেডিকেলগুলোতে একই অবস্থা। সুস্থ হওয়ার বিপরীতে রোগী আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে।

যাক্, রোগীর সিটিস্ক্যান করিয়ে ওয়ার্ডে আনা হলো। আর তখনই রোগীর অবস্থা আরো খারাপের দিকে যেতে থাকে। আমার মনে কেন জানি সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে।

ডিউটিরত ডাক্তারা আইসিউতে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। এ আরেক ঝক্কিঝামেলা। আইসিউতে কথা বলে আসার পর দেখি রোগী প্রায় শেষ পর্যায়ে। এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যে রোগী মারা যায়। ইতিমধ্যে রোগীর মৃত্যু লক্ষণগুলো দেখে স্ত্রী আর মাকে বাহিরে বারান্দায় বসিয়ে রাখা হয়।

এখন নতুন করে আরেক সমস্যা। কে রোগীর স্ত্রী ও মাকে মৃত্যু সংবাদ দিবে। ইতিমধ্যে আমরা দু'জন ফাদার সেখানে উপস্থিত। অন্যরা আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা দু'জন নীরবে মৃতের স্ত্রী ও মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মৃত্যুর সংবাদ জানানো হলো।

ভেবেছিলাম মেডিকেলের চারিদিক ফাঁটিয়ে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিবে। কিন্তু বিপরীতে হয়েছে উল্টো। মৃত্যুর সংবাদ শুনে স্ত্রী ও মা অল্প সময়ের জন্য স্তব্দ হয়ে গেল। মৃতের মায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, ঈশ্বরের কাছে আমার ছেলেটাকে কত করে চাইলাম। ঈশ্বর আমার কথা শুনলো না। ঈশ্বরের প্রতি আমার আর বিশ্বাস নেই।

মায়ের মুখের শেষ বাক্যটি ঈশ্বরের প্রতি রাগ ও অভিমানেরই বহিঃপ্রকাশ।

মৃত্যের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি, মেডিকেলের সামনে চুপটি করে থাকা অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হয়তোবা অন্ধকারে স্বামীর স্মৃতিগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে সন্তর্পনে।

(গত ৩৬ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

তিন বুড়োর গল্প

যোসেফ শরৎ গমেজ

শংকর কমলকে বলল, চল আমরা আমাদের বাগানে জলপাই গাছের নিচে বসি। মিথিলাকে বলল, রনি এলে আমার সাথে যেন দেখা করে। আর ৪টার সময় দু'কাপ কফি দিয়ে এসো। শংকর আর কমল দু'জনেই বাগানে জলপাই গাছের নীচে বেঞ্চে গিয়ে বসে। কমল বসতে বসতে বলে, চমৎকার জায়গা বানিয়েছ অবসর যাপনের মোক্ষম জায়গা। নিঃশব্দ নিরিবিলি। একান্ত আপন। আমি তো এসেছি, এখন আমার মনের মত করে বানাবো। সিমেন্ট দিয়ে দু'টো বেঞ্চ তার উপর টাইলস্ বসাবো আর মাথার উপরে টালি দেব। যাতে বৃষ্টির সময় ও রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ অনুভব করতে পারি।

আরাম করে দু'বন্ধু বসার পর শংকর বলে, এবার তোমার নিজের কথা, পরিবারের কথা কিছু বল। শুধু'তো বউয়ের বদনাম করলে এবার তোমার কথা কিছু বল। কমল কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বলতে শুরু করে, তুমি ৭৭ এ বিয়ে করেছ, আমি ৭৮ এ তোমার এক বছর পরে। বিয়ের বছর তিনেক আগে আমি হলিক্রসে শিক্ষকতা শুরু করি তাতো তুমি জান। আমার শিক্ষকতার সাথে সাথে আমি অনেকগুলো টিউশনি পেয়ে যাই। সেই টিউশনির সুবাদে বিয়ের পিঁড়িতে বসি। বিয়ের পর আমার ভাগ্যটা আমাকে এমন ভাবে সাপোর্ট দিল কি আর বলবো তখন হলিক্রসে ইংলিশ টিচার হিসেবে আমার সুনাম ছড়াতে শুরু করেছে সাথে সাথে টিউশনিও বাড়তে লাগল। বেতনের চেয়ে টিউশনির টাকাই বেশী পেতাম। বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই অঞ্জনার কোল জুড়ে এলো আমার প্রথম সন্তান। আমার বাবা-মায়ের অনেক সখ ছিল প্রথম নাতির মুখ দেখার। কিন্তু সে ভাগ্য তাদের হয়নি। আমার বিয়ের পর পরই বাবা-মা দু'জনেই স্বর্গবাসী হয়েছেন। অঞ্জনাকে নিয়ে আমার বিবাহিত জীবন বেশ ভালোই কাটছিলো। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই আমাদের আরো দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একটি মেয়ে অপরটি ছেলে। সংসারে খরচ বাড়ছিল তাতে কোন সমস্যা ছিলনা। আমি টিউশনি আরও বাড়িয়ে দেই। সমস্যা দাঁড়ালো তখন, যখন আমার বড় ছেলে বনির ১৫ বছর, মেয়ের ১২ বছর এবং ছোট ছেলের ১০ বছর। এদের আমি সময় দিতে পারিনি। সকালে বাড়ি থেকে বের হই স্কুল পড়িয়ে টিউশনি শেষ করে রাতে বাড়িতে ফিরি। অঞ্জনা ছেলে-মেয়ের প্রতি খেয়াল রাখতো না। ওরা যার যার পড়াশুনা করল কিনা ঠিক সময় মত স্কুলে গেল কিনা এসব দেখার দায়িত্ব তো সন্তানের মায়ের। এই নিয়ে ঝগড়া ঝাটি কথা কাটাকাটি অনেক দিন চলেছে। একদিন তো আমাকে বলেই ফেললো সন্তানের দায়িত্ব শুধু আমার একার না। সন্তানের বাবারও দায়িত্ব আছে। আমিতো সারাদিন কাজ করি সকালে যাই রাতে ফিরি। আমার এই কথার জবাবে রাগত স্বরে বলে উঠলো, আমি কি সারাদিন ঘুমিয়ে থাকি নাকি? ভোর বেলা উঠে তোমাদের সকলের খাবারের ব্যবস্থা করতে করতে ৩টা বেজে যায় একটু রেষ্টও নিতে পারি না। ছেলে মেয়েরা এখন বড় হয়েছে ২৪ ঘন্টা ওদের পেছনে থাকার দরকার কি? আমারও তো একটা জীবন আছে। আমি অঞ্জনার কথা শুনে বললাম, তোমার আমার জীবন তো সন্তানদের ঘিরেই। ওরা ঠিক পথে না চললে ভালভাবে মানুষ হতে না পারলে আমাদের জীবনের কি লাভ? এভাবেই বহুদিন অঞ্জনার সাথে অশান্তি শুধু বাড়তেই থাকে আর এভাবেই আমার জীবন চলতে থাকে।

আমার বড় ছেলে বনি এসএসসি পাশ করে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলো! তার বছর খানেক পরেই শুরু হলো আর এক ঘটনা। শংকর জানতে চায় আবার কি হলো? এবার যা হলো আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময় থাকতো পুরাতন ঢাকায় বাণী ভবন হোস্টেলে। এই হোস্টেলের আশে-পাশে উত্তর বঙ্গের একটি খ্রিস্টান পরিবার থাকতো। আমার ছেলে বনি সেই পরিবারের সাথে জড়িয়ে পড়ে। একটি মেয়ে ছিল সেই পরিবারে তানিয়া নামে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই ঘনিষ্ঠতা থেকে ভালোবাসা তারপর গোপনে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে। সময়মত আমি এর কিছুই জানতে পারিনি। সবই আমি জেনেছি আমার স্ত্রী অঞ্জনার কাছ থেকে। শংকর বলে, তুমি অঞ্জনাকে বলোনি এসব কি করে হলো? হ্যাঁ, আমি বলেছি আমাকে কোন কিছু না জানিয়ে এসব কি করে হলো? আমাকে বলে, আমি জানিনা। তুমি জান না তো কে জানে? কোন উত্তর নাই।

এরপর বললাম, ঠিক আছে যা হবার তাতো হয়েই গেছে। তুমি ঢাকা যাও, ছেলে বনিকে নিয়ে এসো। শুনি, কবে এসব ঘটল!

এর এক সপ্তাহ পরে ছেলেবউকে নিয়ে বাড়িতে আসে অঞ্জনা। আমি নিজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। বিষয়টা আমি বিপিনের সাথেও আলাপ করেছি। বিপিনও বলেছিল মেনে নেওয়াই ভাল। তবে তার আগে চার্চের সব প্রক্রিয়া পূর্ণ করে চার্চে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করো।

আমি আমার ছেলে বনিকে বলেছিলাম তুই এরকম কেন করলি? বনি বলেছিল, বাবা আমি লোভে পরে গিয়েছিলাম। কি রকম লোভ? তানিয়ার দাদা কানাডায় থাকে। আমি তানিয়ার সাথে পরিচিত হওয়ার পর একদিন তানিয়ার সাথে ওদের বাসায় যাই। আমার সাথে তানিয়ার সম্পর্কের কথা তানিয়া ওর দাদাকে বলেছিল। তানিয়ার দাদা তানিয়ার কাছ থেকে আমার বিষয় সব জানার পর আমাকে বলে, দেখ বনি তানিয়া তোমার কথা আমাকে বলেছে। তুমি যদি তানিয়াকে বিয়ে কর তবে তোমাদের দু'জনকে আগামী ৬ মাসের মধ্যে কানাডায় নিয়ে যাব। আমি কানাডার নাগরিক। দীর্ঘদিন যাবৎ পরিবার নিয়ে কানাডায় বসবাস করছি। তানিয়া ওর বিষয় নিশ্চয়ই তোমাকে সব কিছু বলেছে? হ্যাঁ, না মানে সবকিছু .....।

শোন, তানিয়ার জীবনেও ছোট্ট একটা ঘটনা আছে। তা অবশ্য তোমার জানা থাকা উচিৎ। বছর খানেক আগে তানিয়া একটি মুসলিম ছেলের সাথে কোর্ট ম্যারেজ করে। কিন্তু ঐ ছেলের পরিবার ওদের বিয়ে মেনে নেয়নি। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়। বিষয়টা ওখানেই শেষ হয়ে যায়। আজকাল এসব বড় কোন বিষয় নয়। তোমাকে আগেই জানিয়ে রাখলাম যাতে তানিয়ার প্রতি তোমার অন্য কোন চিন্তা না আসে। এই সব জেনে শুনে তুমি যদি তানিয়াকে বিয়ে করতে রাজী থাক তবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে জানাবে। তোমার সব কাগজপত্র পাসপোর্ট আমাকে দেবে। আগামী মাসেই আমি কানাডায় ফিরে যাচ্ছি। যাবার আগে তোমাদের বিয়েটা কোর্টে করিয়ে দিতে চাই। কারণ এত অল্প সময়ে চার্চে তোমাদের বিয়ে সম্ভব নয়। তোমরা পরে চার্চে অনুষ্ঠান করিয়ে নিতে পারবে।

কমলের ছেলে বনির কাহিনী শুনে শংকর স্তব্দ হয়ে যায়। কোন কথা বলে না। শুধু মনে মনে ভাবে আমারও ছেলে মেয়ে আছে। কমল নিজে পরিবারের সাথে থেকেও ছেলে মেয়েকে শাসনে রাখতে পারল না আমি তো ২৮ বছর বিদেশে থেকে এলাম।

মিথিলা ট্রেতে করে দু'কাপ কফি ছোট্ট টেবিলটার উপর রাখতে রাখতে বলে রনি এসেছে ওর বন্ধুদের সাথে খেতে বসেছে। শংকর বলল, খাওয়া হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কমল বলে, জান শংকর আমি কোনদিন ভাবিনি আমার ছেলে একজন ডিভোর্সী মেয়েকে বিয়ে করবে। কার পাপের ফল ভোগ করছি জানি না। শংকর বলে, তোমার দুঃখ ভরা কাহিনী শুনে অনেক

কষ্ট পেলাম। তোমার কষ্টটা আবার বাড়িয়েও তুললাম।

কমল বলে, আরে না না তুমি একি বলছ? আমার কষ্টের কি শুনছ তুমি। আমার কাহিনী এখানেই শেষ নয়। মাত্র অর্ধেক শুনেছ। বাকী অর্ধেক শুনলে তোমার পায়ের তলার মাটি সরে যাবে। কমলের কথা শুনে শংকর কমলের মুখের দিকে পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকে। এমন সময় শংকরের ছেলে রনি তার তিন বন্ধু মানিক, মিল্টন আর বাবলুকে নিয়ে শংকরের সাথে দেখা করে। সবাই শংকর আর কমলের কাছে আশীর্বাদ চায়। রনি তিন বন্ধুকে ওর বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। বাবাকে বলে পরশু তোমাকে এয়ারপোর্টে আনতে যেতে পারিনি তার জন্য সরি বাবা। আসলে আমরা সবাই সরাসরি এয়ারপোর্টে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তায় গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে গেল। শংকর বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে এখন তোমরা খাওয়া দাওয়া করেছ তো? হ্যাঁ বাবা, আমরা সবাই খেয়েছি। বাবা আমরা এখন বাবলুদের বাড়ী যাব। ওর বাবা খুবই অসুস্থ হয়তো হাসপাতালে নিতে হতে পারে। আমার ফিরতে দেরী হবে। শংকর বলল, ঠিক আছে সাবধানে যেও।

শংকরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা রনিদের ছাদে চলে যায়। ছাদে যে চিলেকোঠা ঘরটা আছে সেখানে ঢুকে রনি সবাইকে বলে সব ভরা বোতলগুলো ব্যাগে ভরে ফেল। আর খালি বোতলগুলো এই বস্তায় ফেলে দাও। মানিককে বলে তুই ঘরটা ভাল করে ঝাড়ু দে। দশ মিনিটের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে হবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে এখানে কি ছিল। সবাই মিলে ঘর পরিষ্কার করে। ঘরের দেওয়ালে লাইটটা খুলে ব্যাগে ভরে। তারপর ব্যাগ আর বস্তা সব নিয়ে ওরা ইজিবাইকে উঠে। ওরা সিদ্ধান্ত নেয় ভরা বোতলগুলোসহ ব্যাগ আপাতত মিল্টনদের বাড়ী যাবে। আর খালি বোতলের বস্তা মানিকের বাড়ীতে যাবে। রনি বলল ভাগ্যিস বাবা আমাদের কোন কথা জিজ্ঞেস করে জানতে চায়নি। আপাতত তোরা কিছুদিন আমার বাড়ীতে আসবি না। কথাবার্তা যোগাযোগ সব ফোনে হবে।

কমল আবার বলতে শুরু করে, এতক্ষণ আমার বড় ছেলে বনির কথা শুনলে। এবার মেয়ে আর ছোট ছেলে অভিষেকের কথা শোন। আমার জীবনটা কত সাকসেসফুল কত হার্মফুল তাই শোনাব তোমাকে। শংকর বলল একটু থাম আমি আর দু'কাপ কফি আনতে বলি। মোবাইল তুলে মিথিলাকে বলে আর দু'কাপ গরম কফি দিয়ে যেতে। কফি বানানোই ছিল শুধু গরম করে নিয়ে আসে মিথিলা। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে শংকর বলে, এখন বল। কমল বলে, আমার এই কাহিনী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখা যাবে। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বলে, মেয়ে নাতাশা এসএসসি পাশ করে একদিন আমাকে বলে বাবা আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। মেয়ের কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা ধব্ করে উঠল। আমি বললাম, বল মা কি বলতে চাও? নাতাশা বলল বাবা আমি এসএসসি তে জিপিএ ৫ পেয়েছি তাতো তুমি জান। ইংরেজীতে অনেক ভাল করেছি। এর মধ্যে তোমরা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেল তাই আমি আগেই তোমাকে জানাতে চাই আমি বিয়ে করব না। সংসারি হবো না সংসার বিবাগী হবো। আমি ব্রতীয় জীবন গ্রহণ করবো, আমি সিস্টার হবো। R.N.D.M সম্প্রদায়ের সিস্টারদের সুপিরিয়রের সাথে কথা বলেছি। তিনি আমার এসএসসি এর রেজাল্ট দেখে খুব খুশি হয়ে আমাকে গ্রহণ করতে চাইছে। এখন তোমার মতামত চাই বাবা। এ বিষয়ে তোমার মায়ের সাথে কথা বলেছ? না আমি মাকে কিছুই জানাইনি। কারণ গত পরশু মা আমাদের পাশের বাড়ীর নমিতা মাসির সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা বলছিলো। মা বলেছিলো, দেখ নমিতা আমাদের মেয়ে নাতাশা কি ভাল পাশ করেছে জিপিএ ৫ পেয়েছে। নমিতা মাসি মায়ের কথা শুনে বলেছিল মেয়েকে এখন বিয়ে দিয়ে দাও। ভাল শিক্ষিত বর পাবে। মা একথা শুনে বলে, হ্যাঁ ওর বাবার সাথে আলাপ করে দেখি। এসব কথা আমি আঁড়াল থেকে শুনেছি। তাই আগেই আমার মতামত তোমাকে জানালাম।

সেদিন আমি আমার মেয়ের কথা শুনে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, মা আমি তোকে আশীর্বাদ করছি ঈশ্বর তোর মনের আশা পূরণ করুন। এরপর নাতাশা কনভেন্টে চলে যায়।

আমার ছোট ছেলে অভিষেক তখন ক্লাশ নাইন থেকে টেন এ উঠল। আমিও স্কুল থেকে রিটায়ার্ড করলাম। তখন দেখেছি যুবকরা নতুন একটা সংঘ খুলেছে যার নাম যুব সংঘ। বৎসরের শেষের দিকে সবাই ব্যস্ত হয়ে পরে। ৩ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় খুবই জম জমাট। সব গ্রামের সব ক্লাবেই এটা শুরু হয়েছে। এর ফলে ক্লাবগুলো ঝিমিয়ে পড়ছে কর্মকাণ্ডগুলো দূর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি জানলাম এসব কিছুর পেছনে যুবকেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সব কাজেই তারা নেশার উপকরণ হাতে পায়। ঐ তিন দিনের অনুষ্ঠানের শেষের দিন আমাদের গ্রামের একজন লোক মারা যায়। তাকে যুবকেরা সমাধি দেয় এই সৎ কাজটি যুবকেরা ভালভাবেই করে থাকে। যে সব যুবক ছেলেরা কবর খোড়া নিয়ে সমাধির সব কাজ কর্ম করেছে তাদের সাথে আমার ছেলে অভিষেকও ছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে ওরা সবাই ইছামতি নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। স্নান শেষে অভিষেক আর বাড়ীতে ফেরেনি। রাতেই খোঁজ নিয়ে দেখলাম যারা ইছামতিতে স্নান করতে নেমেছিল তারা সবাই বাড়ী ফিরেছে। শুধু অভিষেক আসেনি। আমি তো জানি অভিষেক সাঁতার জানে। ওর মাকে জিজ্ঞেসা করলাম, সে বলতেই পারল না তার ছেলে সাঁতার জানে কি না। শংকর তুমি জাননা বউয়ের এই কথা শুনে আমার মনে হলো কে যেন এক পেয়ালা বিষ আমার গলায় ঢেলে দিল। পরদিন জেলে নামিয়ে জাল টানা হলো। জেলেদের টানে অভিষেকের দেহ সেই জালে ওঠে আসে। ***(চলবে)***

ঢাকাস্থ মথুরাপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
Dhakastha Mothurapur Christian Co-Operative Credit Union Ltd.
গভ. রেজি. নং- ০০১১১-২০২৪/স্থাপিত : ২রা মার্চ ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ / Gov. Reg. No-00111-2024/ Estd. 2 March, 2008

সূত্র নং-ঢ.ম.খ্রী.কো.ক্রে.ই.লি./২০০৫-২০২৬/০২ তারিখ: ১৯ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ মথুরাপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **ঢাকাস্থ মথুরাপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ-শুক্রবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায়, নয়ানগর ডি মাজেনদ্ গীর্জার হলরুমে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮.০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের পাশবই সাথে আনার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

অতএব, উক্ত তারিখে যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

তারিখ : ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : "ডি মাজেনদ্ গীর্জা, গ্রগতি স্বরণি, বারিধারা, জে-ব্লক, প্লট নং-৫৮, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯
সময় : সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে বিকেল ৫.০০ ঘটিকা।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

মি. শিপন রোজারিও
সেক্রেটারি
ঢা.ম.খ্রী.কো.ক্রে.ই.লি.

অনুলিপি:
১। চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/ট্রেজারার/চেয়ারম্যান ক্রেডিট ও সুপারভাইজরী কমিটি
২। সমিতির নোটিশ বোর্ড

বিজ্ঞ/২৫৬/২৫

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ, নিবন্ধন নং-৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নন্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ)

তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সময়: সকাল ১০.০০ ঘটিকা

স্থান: ডি' মাজেনড্ গীর্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

এতদ্বারা **নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড**-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সদয় জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায়, ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গীর্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২-এর মিলনায়তনে অত্র সমিতির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র অথবা ছবিযুক্ত ক্রেডিট পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে সভার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মসূচি

উদ্বোধনী :
- (ক) উপস্থিতি গণনা, কোরাম পূর্তি ও আসন গ্রহণ, মিনিটস রক্ষক নিয়োগ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল থেকে শাস্ত্রবাণী পাঠ এবং প্রার্থনা;
- (খ) প্রয়াত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন;
- (গ) কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা;
- (ঘ) সভাপতির স্বাগত বক্তব্য;
- (ঙ) অতিথিদের বক্তব্য।

মূল কর্মসূচি :
- ০১। ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;
- ০২। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
- ০৩। বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং উদ্বৃত্তপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন;
- ০৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
- ০৫। পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

অন্যান্য কর্মসূচি :
- (ক) ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
- (খ) সুপারভাইজরী কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
- (গ) খেলাপী ঋণ আদায় কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
- (ঘ) বিবিধ;
- (ঙ) লটারী ড্র;
- (চ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

রিচার্ড রিপন সরদার
সভাপতি
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
- (ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোনো সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না;
- (খ) সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে;
- (গ) সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতঃ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞ/২৫২/২৫

সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী

বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনা বিধুর ১ নভেম্বর তোমাকে চিরতরে হারানোর দিন। তোমার অমায়িক হাসি, সরলতা, স্নেহপরায়ণতা, পরোপকার, ঈশ্বর ভক্তি প্রতি মুহূর্তে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তোমার আদর্শ ও ভালোবাসা। দীর্ঘ ৪৬ বৎসর একসাথে কাটিয়েছি, অনেক আনন্দ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাত, চাওয়া-পাওয়া ও পাহাড় সম বাঁধাকে অতিক্রম করে দুজনে অনেক কিছুতে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছি ঈশ্বরের আশীর্বাদে। তারপরও মনে হয় তোমার সাথে অনেক কথা বাকি ছিল বলা হয়নি, অনেক কাজ বাকি ছিল করা হয়নি। শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমার সন্তানেরা নাতি-নাতনীরা অনেক কিছু অর্জন করেছে তোমারই আশীর্বাদে।

স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো তোমার সন্তানেরা ও নাতি নাতনীরা যাতে সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে থেকে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে পারে। তোমার জন্য প্রার্থনা করি পিতা পরমেশ্বর যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

প্রয়াত - ডমিনিক রোজারিও
জন্ম - ১৯ নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু - ১ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে -

স্ত্রী- নমিতা রেবেকা রোজারিও
বড় মেয়ে- অধ্যাপক ডা. রিনি জুলিয়েট রোজারিও
মেয়ে জামাই - ঝুটন জন কস্তা
নাতি - যোজন, জিয়ন
ছেলে - স্বর্গীয় রোমেল ভিনসেন্ট রোজারিও
মেজো মেয়ে - রিয়া ডি' কস্তা (কানাডা)
মেয়ে জামাই - উজ্জ্বল ডি' কস্তা
নাতনি - এন্ড্রিয়া, এডেলিন
ছোট মেয়ে - ডা. রিশা থিওডোরা রোজারিও (কানাডা)
মেয়ে জামাই - অপু পিউরিফিকেশন
নাতি - জেইসন

বিজ্ঞ/২৫৪/২৫

প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

"পরপারে অনন্তযাত্রা, প্রভু চিরশান্তি দাও তারে, বিশ্ব পৃথিবীতে দিয়েছিলে, তুমি নিয়েছো তুলে, নিয়েছো তুমি অনন্ত স্বর্গধামে"

প্রয়াত ভিনসেন্ট পিউরিফিকেশন
জন্ম: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: কুন্ডুপাড়া, মানগাছা মিশন,লক্ষীকুল, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

চোখের পলকে কিভাবে সেই ৩১ অক্টোবর ফিরে এলো, তা যেন বুঝতে ও মেনে নিতে পারছিনা। তোমার শূন্যতা ঘরবাড়ি, মন সবই যেন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে। একবারও কি আমাদের কথা মনে পড়ে না তোমার? তুমি নীতিতে ছিলে অটল। তোমার স্মৃতিগুলো কেহই ভুলতে পারছিনা। তুমি ছিলে সৎ, দয়ালু। সবাইকে ন্যায়নীতির কথা, শক্তি-সাহস, পরামর্শ, প্রেরণা দিতে। ধর্মে-কর্মে তুমি যে সব দয়ার কাজ করতে তা কখনো প্রকাশ করতে চাওনি। তোমার সব স্মৃতিগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। কে বলে তুমি নেই? তুমি ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের অন্তরে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-

শুভেচ্ছান্তে ও প্রার্থনায়

সহধর্মিনী ঃ মেরী মাগ্রেট রোজারিও
এবং মেয়ে ও মেয়ে জামাই ও
একমাত্র নাতি, মেরী কার্মেল, বিলাশ ও এন্ড্রিয়ান আন্থনী গমেজ

বিজ্ঞ/২৫৫/২৫

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত: ১৯৮৭, রেজিঃ নং - ৮১৪/২০০৫,
৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

সূত্রঃ কে.সি.সি.সি.ইউ.এল./২০২৫-২৬/০১৫ তারিখ: ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা উক্ত সমিতির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা** সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা-১২০৬ এ অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্যদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রোনাল্ড সনি গমেজ
সভাপতি
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ইগ্নেসিউস ব্রাইট কস্তা
সম্পাদক
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক) দয়া করে বার্ষিক প্রতিবেদন বইটি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
খ) সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে কোরাম পূর্তিতে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
গ) সকল সদস্যগণ স্বয়ং ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে নিজ নিজ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হইলো।

বিজ্ঞ/২৫৯/২৫

আলোচিত সংবাদ

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে সরকারের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮) সচিবালয়ে কমনওয়েলথ ইলেকটোরাল সাপোর্ট সেকশন (ইএসএস) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি জানান, নির্বাচনকালে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রায় আট লাখ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং ৮০ হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। প্রতিটি জেলায় 'নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' ও সিসিটিভি স্থাপন করা হবে। নতুন করে পুলিশ, আনসার, বিজিবি ও কোস্টগার্ডসহ ১৮ হাজারের বেশি সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষক দল অবাধে কাজ করতে পারবে। কমনওয়েলথ প্রতিনিধি ন্যান্সি কানিয়াগো জানান, আমন্ত্রণ পেলে কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশে আসবে। উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন, ভোটাররা নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেবে।

তথ্যসূত্র: *https://www.ittefaq.com.bd/758994*

নভেম্বর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিকর খাবার কার্যক্রম শুরু

আগামী নভেম্বর মাস থেকে দেশের ১৬৫ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামান বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ১৭ নভেম্বর থেকে এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৩১ লাখ শিক্ষার্থীকে সপ্তাহে পাঁচ দিন ডিম, দুধ, কলা, পাউরুটি, বিস্কুট ও দেশীয় ফল দেয়া হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দারিদ্র্য হার অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে উপজেলা বেছে নেয়া হয়েছে। তবে বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার সব উপজেলা এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মহাপরিচালক আশা প্রকাশ করেন, পুষ্টিকর খাবার পেলে শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি ও মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে, পুষ্টিহীনতা কমবে এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

তথ্যসূত্র: *https://www.bd-pratidin.com/national/2025/10/27/1172599*

বাংলাদেশকে করাচি বন্দর ব্যবহারের সম্মতি দিল পাকিস্তান

দীর্ঘ ২০ বছর পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে নবম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (জেইসি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২৭) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে পাকিস্তানি বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার চেয়েছে ঢাকা, অন্যদিকে পাকিস্তান জানিয়েছে–বাংলাদেশ করাচি বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে কৃষি গবেষণা, হালাল ফুড, তথ্যপ্রযুক্তি, নৌপরিবহনসহ বিভিন্ন খাতে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, "দুই যুগ পর বাংলাদেশ-পাকিস্তানের জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" পাকিস্তানের জ্বালানিমন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক বলেন, এই বৈঠক দুই দেশের জনগণের সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করবে। তিনি জানান, বাংলাদেশ থেকে পাট ও ওষুধ আমদানির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া চীন ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে করাচি বন্দর ট্রাস্ট (কেপিটি) ব্যবহারের সুযোগ পাবে বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র: *https://www.amarsangbad.com/national/news/327541*

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বিশ্বজুড়ে সুস্থতার জন্য বড় হুমকি: ডব্লিউএইচও

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব বর্তমানে এক নীরব মহামারিতে রূপ নিয়েছে, যা মানুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য বড় হুমকি। সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জন একাকীত্বে ভুগছেন। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের মধ্যে এই হার ১৭ থেকে ২১ শতাংশ, যা সবচেয়ে বেশি। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে একাকীত্বের হার উচ্চ আয়ের দেশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

ডব্লিউএইচও জানায়, একাকীত্ব কেবল মানসিক সমস্যা নয়, এটি হৃদরোগ, স্ট্রোক, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উদ্বেগ ও ডিমেনশিয়ার মতো রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, একাকীত্বের কারণে প্রতিবছর প্রায় ৮ লাখ ৭১ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।একাকীত্ব শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, কর্মদক্ষতা ও আয়ের হার কমিয়ে দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কমিশন অন সোশ্যাল কানেকশন একে গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সমান গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

তথ্যসূত্র: *https://www.bd-pratidin.com/mixter/2025/10/28/1172913*

৯২ বছর বয়সে অষ্টমবারের মতো ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়া

৯২ বছর বয়সে অষ্টমবারের মতো ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন পল বিয়া। এর মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও বয়স্ক রাষ্ট্রপ্রধানের রেকর্ড গড়েছেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আসার পর থেকে টানা ৪৩ বছর ধরে দেশ পরিচালনা করছেন তিনি। গত ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল সোমবার (২৭) ঘোষণা করে দেশটির সাংবিধানিক কাউন্সিল, যেখানে কাউন্সিলের সভাপতি ক্লেমেন্ট আতাঙ্গানা আনুষ্ঠানিকভাবে পল বিয়াকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্টের মেয়াদসীমা তুলে দেওয়ার পর বিয়ার পুনর্নির্বাচনে আর কোনো বাধা ছিল না। এ নির্বাচনে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সাবেক মুখপাত্র ইসা চিরোমা বাকারি, যিনি দলত্যাগ করে বিরোধী জোটের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের আগে ও পরে দেশজুড়ে সহিংসতায় অন্তত চারজন নিহত হন। দেশটির উত্তরাঞ্চল ও বাণিজ্যিক নগরী দুয়ালায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিরোধী সমর্থকদের সংঘর্ষে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। ফল ঘোষণার আগেই চিরোমা দাবি করেছিলেন, তিনি ৫৪.৮ শতাংশ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

তথ্যসূত্র: *https://www.bd-pratidin.com/international-news/2025/10/27/1172673*

জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় ট্রাম্প

এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে জাপানে পৌঁছে দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সানা তাকাইচির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাক্ষাৎকালে ট্রাম্প তাকাইচির প্রশংসা করে বলেন, "এটি খুব শক্তিশালী করমর্দন ছিল।" কয়েক দিন আগেই তাকাইচি জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাকাইচি জানান, জাপান আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে ওয়াশিংটনে ২৫০টি চেরিগাছ এবং আতশবাজি উপহার দেবে। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে স্মরণ করে বলেন, "আবে আমাকে প্রায়ই ট্রাম্পের গতিশীল কূটনীতি সম্পর্কে বলতেন।" ট্রাম্প বলেন, "জাপানকে সাহায্য করার জন্য আমরা যা কিছু করতে পারি, করব। আমরা একে অন্যের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র।" উভয় নেতা মার্কিন-জাপান জোটের "স্বর্ণযুগ" বাস্তবায়নে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও বিরল মৃত্তিকা সরবরাহ নিশ্চিত করতে দ্বিতীয় চুক্তিতেও স্বাক্ষর হয়। ট্রাম্প জাপানের ৫৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা করছেন, যা মার্কিন শুল্ক হ্রাসে সহায়তা করবে।

তথ্যসূত্র: *https://www.kalerkantho.com/online/world/2025/10/28/1597976*

প্রকৃত বন্ধু

সিস্টার অলি তজু এসসি

একবার এক গ্রামে শান্ত ও বিশাল নামে দুই বন্ধু বাস করত। তাদের মধ্যে অনেক মিল এবং ভালোবাসা ছিল। খেলাধুলা, ওঠা-বসা, যাওয়া আসা, নিত্যদিনের জীবনে দু'জন একে অপরের পাশে থাকত। একবার এক বিকেলে শান্তর খুব পানি পিপাসা পেল, এত পিপাসা যে ঐ মুহূর্তে গলা শুকিয়ে ছটফট হচ্ছিল, পানি না পেলে যেন মরেই যাবে এমন অবস্থা। তখন পানি খুঁজতে খুঁজতে সে দেখল তার বন্ধু বিশালের কাছে দুই লিটারের একটি পানির বোতল আছে, শান্ত তখন স্বস্তি ফিরে পেল আর মনে মনে খুশি হয়ে ভাবল জীবন ফিরে পাবো এবার। বন্ধুর কাছে আশা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলে, "আমাকে একটু পানি দে তো! আমার অনেক পিপাসা লাগছে!" বিশাল কোন উত্তর দেয়না। শান্ত আবার বলে, "একটু পানি দে। আমার অনেক তৃষ্ণা পেয়েছে।" বিশাল এমন ভাব করলো যেন বন্ধুর এই আবেদনটি তার কান অবধি পৌঁছায় নি। শান্ত অবাক হয়ে আবারও বন্ধুর কাছে শেষবার একফোটা জলের জন্য ভিক্ষা চাইতে থাকে, কিন্তু অতি প্রিয় বন্ধু, খুব কাছের মানুষটি একবিন্দু জল দিলনা তাকে। এমন নিষ্ঠুর আচরণে কষ্ট পায় শান্ত। সঙ্গে থাকা অন্যান্যদের সাথে হাসাহাসি করে বোতলের জল পান করতে থাকে বিশাল, কিন্তু বন্ধুর তৃষ্ণার বেদনা বুঝল না সে। শান্ত নীরবে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। সে জল খাওয়ার জন্য অন্যত্র চলে গেলো। শান্ত মনে মনে কষ্ট পেলেও সে তার বন্ধুকে ক্ষমা করে দিলো। বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। বিশালের মত বন্ধুরা সুসময়ের বন্ধু, তারা কখনো বন্ধুর বিপদে এগিয়ে আসেনা। আর শান্ত হলো প্রকৃত বন্ধু, যে বন্ধু কখনো প্রতারণা করেনা, সবসময় পাশে থাকে।

বীজের পরীক্ষা

প্লাবন স্কট গ্রেগরী

একদিন বনের রাজা সিংহ ঘোষণা করল, "আমি আমার উত্তরসূরি খুঁজব। তোমরা সবাই আগামীকাল সকালে একটি করে বীজ পাবে–যে এই বীজ থেকে সবচেয়ে সুন্দর গাছ জন্মাতে পারবে, সে হবে নতুন বনরাজ!" সব প্রাণী আনন্দে নেচে উঠল। খরগোশ, বানর, হরিণ–সবাই যত্ন করে বীজ পেয়ে ঘরে ফিরল। সবাই মাটিতে পুঁতে জল দিচ্ছে, রোদে রাখছে, সার দিচ্ছে। কিন্তু ছোট্ট কাঠবিড়ালি যতই চেষ্টা করে, তার বীজ কিছুতেই গজায় না। সে হতাশ হয়ে পড়ে। তবুও প্রতিদিন জল দেয়, রোদে রাখে, কথা বলে বীজটার সঙ্গে। এক মাস পর রাজা আবার ডাকলেন, "তোমাদের গাছ নিয়ে এসো!" সব প্রাণী রঙিন ফুলে-ফলে ভরা গাছ নিয়ে এল। কিন্তু কাঠবিড়ালির হাঁড়িতে কিছুই নেই–শুধু শুকনো মাটি। সবাই তাকে নিয়ে হাসল। রাজা সিংহ গাছগুলো দেখে শেষে কাঠবিড়ালির কাছে এলেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, "তুমি-ই হবে আমার উত্তরসূরি!" সব প্রাণী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন?" রাজা বললেন, "আমি সবাইকে সেদিন সিদ্ধ বীজ দিয়েছিলাম–যেগুলো থেকে কোন গাছই জন্মাতে পারে না। তোমরা সবাই তা বুঝে অন্য বীজ লাগিয়েছ। শুধু এই ছোট্ট কাঠবিড়ালি সত্যিই নিজের পাওয়া বীজটাই যত্ন করেছে, মিথ্যা বলেনি। তার মনটাই সবচেয়ে সুন্দর গাছ!"

শিক্ষা: পরীক্ষা শুধু বুদ্ধি নয়, সততা ও সাহসও যাচাই করে। সত্যবাদী মনই সব থেকে বড় জয়ের চাবিকাঠি।

মৃত্যু মানে ঘুম

ফুল ঝরে যায়, আবার ফোঁটে,
দিনের শেষে রাতটা ছোটে।
চাঁদ ওঠে আকাশ জুড়ে,
তারারা হাসে নিঃশব্দ সুরে।

গাছের পাতায় শিশির নামে,
বৃষ্টি পড়ে মাঠের ঘাসে।
সব কিছুরই শেষটা আছে,
তবু জীবন চলে ভালোবাসায় ভাসে।

পাখি ঘুমায় গাছের ডালে,
রোদ ওঠে আবার সকালে।
মানুষও ক্লান্ত হয়ে একদিন,
চলে যায় শান্ত নীরব বিনে।

মৃত্যু মানে ভয় নয় রে,
একটা ঘুম এক শান্ত ঘরে।
যেখানে নেই কান্না বা দুখ,
শুধু ভালোবাসা, আলো আর সুখ।

তাই জীবনটা যতদিন পাই,
ভালো কাজ করি, মনে রাখি ভাই।
হাসি, দিই আর মনে নিই দীক্ষা –
এই তো জীবনের আসল শিক্ষা।

ভালো হও, দাও সবার সুখ,
মনটা রাখো নির্মল, ভুলে সব দুখ।
ভয় নয়, আশা রাখো বুকে,
চলবে পথ আলোর দিকে।
একদিন ঘুম এলেও শেষে,
রবে নাম তোমার সবার হৃদয়ে ভেসে।

সংগ্রহে : ইন্টারনেট

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

ইউফ্রেজী কথা গমেজ
৭ম শ্রেণি,
সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ

শুলপুর ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো সেবক-সেবিকা ও ওয়াইসিএস দলের তীর্থ উৎসব

ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা: গত ১৭ অক্টোবর জুবিলী বর্ষে শুলপুর ধর্মপল্লীর সেবক-সেবিকা ও ওয়াইসিএস দলের তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। তীর্থে শুলপুর ধর্মপল্লীর এ্যানিমেটরসহ মোট ৯০জন ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনের তীর্থ উৎসবে ছিল ধ্যান-প্রার্থনা, পাপস্বীকার, খ্রিস্টযাগ ও ভাওয়াল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী পরিদর্শন। উক্ত দিনে সকাল ৭টায় তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করা হয়। সকাল ১০টায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় নির্ধারিত তীর্থস্থান নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোড়া সাধু আন্তনীর চ্যাপেলে প্রার্থনানুষ্ঠান হয়। এরপর নাগরী সাধু নিকোলাসের গির্জায় ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও পাপস্বীকার সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১২টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা। উপদেশে তিনি জুবিলী বর্ষের মূলভাব "আশার তীর্থযাত্রী" বিষয়ে উপস্থাপনার পাশাপাশি সেবক-সেবিকা ও যুবক-যুবতীরা কিভাবে আশার তীর্থযাত্রী হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, জুবিলী বর্ষটা খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের জন্য যেমন অনুগ্রহ, কৃপা, আশীর্বাদের ও আনন্দের তেমনি যুবক-যুবতী, ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়ে, সেবক-সেবিকা তাদের জন্যেও আরো বেশি আনন্দের, আশীর্বাদের ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের। তিনি আরো বলেন, তোমরা যিশুর অনেক কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ, ভালোবাসার মানুষ। তাই তোমাদেরও আশার তীর্থযাত্রী হিসেবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আশা তোমাদের জীবনকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে, আশাই তোমাদের জীবনকে সুন্দর ও স্বার্থক ক'রে তুলবে, আশাই তোমাদের জীবনে সফলতা এনে দিবে। তাই তোমার আশার মানুষ হও; খ্রিস্ট বিশ্বাসে বেড়ে ওঠ। খ্রিস্টযাগ শেষে দুপুর ১টায় সকলের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে সকলে মিলে ভাওয়াল অঞ্চলের মঠবাড়ি, চড়াখোলা, তুমিলিয়া ও ভাদুন গির্জা পরিদর্শন করেন।

সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

ডিকন জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: গত ২৩ অক্টোবর, রোজ বৃহস্পতিবার, সকাল ৯:৪৫ মিনিটে সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে সিস্টার রিনা খ্রিস্টেল মেরী এসএমআরএ'র বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতঃপর সকল শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক মূল গেইট থেকে প্রধান শিক্ষিকাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অফিস কক্ষে অভ্যন্তরীণভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া এবং সভাপতি ও ধর্মপ্রদেশীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও নির্ধারিত কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। তারপর ১০:৩০ মিনিটে নাচ ও গান এবং যাত্রাপথে স্কাউট, গার্লস গাইড গার্ড অব অনার এবং শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে অডিটোরিয়ামে পদার্পণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার দিলীপ এস কস্তা, বিশেষ অতিথি চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু নাসের চৌধুরী, অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, ফাদার আন্তনী হাঁসদাক'সহ বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং শিক্ষকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ধর্মের পাঠ করা হয়। তারপরে উদ্বোধনী নৃত্য ও ফুল দিয়ে অতিথিদের স্বাগতম জানানো হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী বলেন, বিদ্যালয় হলো 'মানুষ গড়ার কারিগর' এখান থেকে আমরা ফুলের সুবাস ছড়িয়ে দিতে পারি এবং মানুষের জীবন বদলাতে পারি। তিনি আরোও বলেন, সিস্টার মেরী খ্রিষ্টেল এসএমআরএ কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ প্রায় চার বছর ধরে এই স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন এবং তিনি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন।" প্রধান অতিথি ফাদার দিলীপ এস কস্তা বলেন, "বিদায় একটি আবেগময় মুহূর্ত, যেখানে আমরা প্রিয়জনদের বিদায় জানাই এবং তাদের জন্য শুভকামনা প্রকাশ করি, তাদের অবদানের কথা স্মরণ করি, নতুন অধ্যায়ের জন্য শুভকামনা জানানো হয়।" ফাদার আন্তনী হাঁসদাক বলেন, "প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যা কিছু শিখবে তা তোমাদের অন্তরে গেঁথে রাখবে; যা ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে পাথেও হয়ে থাকবে।" অতঃপর ফাদার উত্তম রোজারিও ও ফাদার বার্ণাড রোজারিও এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উক্ত বিদায়ী ও বরণ অনুষ্ঠানে তাদের নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এরপর দুপুরে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। শেষে সিস্টার মেরী খ্রিষ্টেল এসএমআরএ-তার শুভ জন্মদিনের উপলক্ষে সকল শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মচারী এবং স্টাফের পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগতম এবং ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য কেক কাটা এবং নবাগত প্রধান শিক্ষক ফাদার পিউস এন গমেজকে ফুল ও গানের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। শেষে আবারও সিস্টার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ: বনপাড়া ধর্মপল্লীতে জাতীয় যুব ক্রুশকে বরণ করে নেওয়া হয়। ভবানীপুর ধর্মপল্লী হতে কীর্তন সহযোগে বনপাড়া ধর্মপল্লীতে নিয়ে আসা হয় জাতীয় যুব ক্রুশ। ১৬ অক্টোবর ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা, সিস্টারগণ, যুব, ওয়াইসিএস সংঘ এবং পালকীয় পরিষদ ধর্মপল্লীর পক্ষে তা গ্রহণ করেন। এরপর শোভাযাত্রা করে নৃত্যের মধ্য দিয়ে যুব ক্রুশ গির্জাঘরে আনা হয়। ক্রুশের সামনে ধুপারতি ও প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত যুব সংঘের সভাপতি ও ওয়াইসিএস এর সেক্রেটারি। ক্রুশকে ঘিরে যুবক-যুবতীরা কিছু সময় প্রার্থনা ও আরাধনায় কাটায়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০০জন যুবক-যুবতী ও খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ থাকে যে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় যুব দিবস রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বনপাড়া ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পালকীয় পরিষদের সদস্য ক্লেমেন্ট কস্তা বলেন, বনপাড়া ধর্মপল্লীতে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপিত হবে বিধায় আমরা বনপাড়াবাসী অত্যন্ত আনন্দিত। যুব দিবস যেন সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয় সে জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবো।

SICIP-MAWTS Program

1/C-1/A, Pallabi, Mirpur, Section-12, Dhaka-1216

www.mawts.org

Ref no. SICIP-MAWTS/PIU/2025-2026/435 Date: 02.11.2025

Recruitment notice of Trainers and Cleaners for MAWTS training center

Program Name	:	Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)
Agency	:	Mirpur Agricultural Workshop & Training School (MAWTS)
Scheme Name	:	Expansion of Skills for Employment and Socially Inclusive Training for Priority and Emerging Sector
Designation of official Inviting Recruitment	:	Director, MAWTS

INFORMATION DETAIL FOR APPLICANTS

Occupation	Position & Salary	Minimum Qualification & Experience
i) Machine Shop Practice ii) Masonry iii) Tile Setting iv) Barber v) Painting vi) Welding vii) Tailoring	Lead Trainer BDT. 25,000/- per batch	Bachelor of Science in Engineering in the relevant field with minimum 3 years of experience/Diploma in Engineering in the relevant field with at least 05 years' experience as instructor in skill training institute or industry/ In case of Master crafts-man/Foreman having at least 10 years working experience in the industry education qualification may be relaxed. Preference will be given for candidates having experience to the Light Engineering sector related skills training course along with CBTA certification
	Assistant Trainer BDT. 20,000/- per batch	Bachelor of Science in Engineering in the relevant field with minimum 2 years of experience/Diploma in Engineering in the relevant field with at least 04 years' experience as instructor in skill training institute or industry. In case of Master crafts-man/Foreman having at least 10 years working experience in the industry education qualification may be relaxed. Preference will be given for candidates having experience to the Light Engineering sector related skills training course along with CBTA certification
For MAWTS Center	Cleaner BDT. 15000 per month	Minimum grade V (five) pass Minimum 3 years relevant experience. Working experience in a skill development project will be given priority.

Application Closing Date and Time	Application shall be submitted along with CV and necessary documents in support of educational qualification & experience to the office of the Director, MAWTS of SICIP-MAWTS program on or **before 4:00 pm on 10 November, 2025** in sealed envelope clearly marked "Application for the Selection of [Name of Position]" Contact address with e-mail and mobile phone number of the applicant should be written in the left side of the A4 size Envelope or e-mail your application along CV and necessary documents in following address or e-mail to general@mawts.org
Address of official Inviting Recruitment	MAWTS, 1/C-1/A, Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216
Job Location	MAWTS, 1/C-1/A, Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216

The recruitment entity reserves all the right to accept and reject any or all Application without assigning any reason whatsoever the number of positions in this job advertisement may be more or less.

James Gomes
Director, MAWTS
SICIP-MAWTS Program

বিজ্ঞ/২৬০/২৫

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Nagari Christian Co-operative Credit Union Ltd.

(স্থাপিত: ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি. নং ২৩/৮৪)

নাইট ভিনসেন্ট ভবন, ডাকঘর: নাগরী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৫/১০/২১১০ মোবাইল নং: ০১৭১-৬৮৯৮৯২৯, ই-মেইল: nagari_cccu@yahoo.com তারিখ: ২৬/১০/২০২৫ খ্রী:

৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২৪ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ২৮/১১/২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সময়: দুপুর ০২:৩০ ঘটিকা

স্থান: সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণ, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

এতদ্বারা **নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:** এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৮/১১/২০২৫ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, দুপুর ০২:৩০ ঘটিকায়, স্থান: সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে সমিতির **৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ১১:০০ ঘটিকা হতে ০১:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত চলবে, দুপুর ০১:৩০ ঘটিকার পর রেজিষ্ট্রেশন, লটারী এবং কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে। সকল নিয়মিত সদস্য/সদস্যাদেরকে নিজ নিজ পাশবহি/সমিতির আইডি কার্ড ও বিজ্ঞপ্তি সঙ্গে নিয়ে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী

০১। (ক) উপস্থিতি গণনা
(খ) আসন গ্রহণ
(গ) জাতীয় সংগীত, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন
(ঘ) পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা
(ঙ) মিনিটস সেক্রেটারী নিয়োগ
০২। মৃত সদস্য/সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন
০৩। বক্তব্য পর্ব: (ক) চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য (খ) অতিথিবৃন্দের বক্তব্য
০৪। ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
০৬। বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন
০৭। (ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন
(খ) প্রস্তাবিত আয় বন্টন হিসাব উপস্থাপন ও অনুমোদন
০৮। প্রস্তাবিত বাজেট পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন
০৯। ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
১০। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
১১। অন্যান্য উপ-কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন
১২। বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাবনা পেশ ও অনুমোদন
১৩। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত কোন সদস্য কে অপসারণ ও বহিষ্কার সংক্রান্ত
১৪। বিবিধ আলোচনা
১৫। ভাইস-চেয়ারম্যান কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা
১৬। লটারী-ড্র (প্রবাসী লটারী ব্যতিত অন্যান্যদের লটারীতে অংশগ্রহণকারীকে সভায় স্ব-শরীরে উপস্থিত থাকতে হবে)

উল্লেখিত দিনে সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণ করে বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সাফল্যমন্ডিত করতে সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ফিলিপ গমেজ
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিষদ

বিদ্যুৎ ভিক্টর এসেনসন
সেক্রেটারী, ব্যবস্থাপনা পরিষদ

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১, (২০০২ সনে ও ২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা সমিতিতে শেয়ার খেলাপী / ঋণ খেলাপী / অন্যান্য খেলাপী/ বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত সদস্য যারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের প্রত্যেককে কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান করা হবে।

অনুলিপি:

১. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর ২. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ
৩. দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্‌ব) ৪. নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সকল সদস্য/সদস্যা।

বিজ্ঞ/২৫১/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিপ্র/২৫০/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ৩৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 39
Regd. No. DA-33
✦ 2 - 8 November 2025, ১৭ - ২৩ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা নিকোলাস গনছালভেস

জন্ম : ২৫ আগস্ট, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৫ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
গেজেট নং - ৩০৫৬
ধনুন, নাগরী, কালিগঞ্জ

ভালোবাসায় স্মরি

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ

৫ নভেম্বর, এইদিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই, তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় মাঝে, আছো প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর স্নেহ ও ভালোবাসাকে সম্বল করে। তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতিগুলো যত্নে রেখেছি যা কোনদিনই ভুলে যাওয়ার নয়।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন, আমরা তোমার ভালো কাজ, ভালোবাসা, দয়া, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং ভালোবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে একত্রে বাস করতে পারি। আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছ পিতার সান্নিধ্যে। আমরাও যেন জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি এই প্রত্যাশা।

তোমারই প্রিয় সন্তানেরা

ছেলে-ছেলে বউ : লিটন ও পারভীন গনছালভেস
বড় মেয়ে ও জামাই : চিত্রা ও এলিয়াস রোজারিও (ইতালী)
মেঝো মেয়ে ও জামাই : লিপি ও সজল পিউরী: (ভাসানিয়া)
ছোট মেয়ে ও জামাই : লাকী ও চার্লস বাবু (সুইডেন)
নাতি : ঐশ্ব, অপূর্ব, লিয়ান, লিড়িও ও অঙ্কার
নাতিন : এমি, লাবন্য ও অবন্তী
স্ত্রী : মুকুল সেবাষ্টিনা রোজারিও

বিজ্ঞ/২৪৭/২৫

সুখবর ! সুখবর ! ! সুখবর ! ! !

পাওয়া যাচ্ছে – দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৬, (Bible Diary - 2026), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। শীঘ্রই পাওয়া যাবে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org